

‘ইভিএমে চিপ ঢুকিয়ে ভোট চুরি করতে পারে’

জনসভা থেকে কর্মী-সমর্থকদের সজাগ থাকতে বললেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ১০ এপ্রিলঃ বাহিরে থেকে লোক ঢোকাচ্ছে বিজেপি। ভোটের অশান্তির জন্য আসছে টাকা, ড্রাগ ও অস্ত্রোস্ত্র। শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর বিধানসভা কেন্দ্রের তেঁতুলিয়া হাই স্কুলের মাঠে জনসভা থেকে আবারও ভোটের ‘বহিরাগত’ সমস্যা নিয়ে সতর্ক করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভিন রাজ্যেও এ ভাবে ভোট করাচ্ছে বিজেপি। তাঁর অভিযোগ, বৃহস্পতিবার অসমের ভোটে ব্যাপক জালিয়াতি হয়েছে। সেই একই কায়দায় বাংলাতেও ভোটের দিন ভোট জালিয়াতি করা হতে পারে বলে আশঙ্কা নেত্রীরা। এ দিন স্বরূপনগর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বীনা মণ্ডলের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলেন মমতা। সেখানেই বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগ করেন তিনি। তৃণমূল সুপ্রিমোর গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে জোরালো অভিযোগ তুলে দাবি করেন, “অন্য রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে লোক ঢোকাচ্ছে বিজেপি। বৃহস্পতিবার অন্যত্র ভোট দেওয়ার জন্য উত্তরপ্রদেশ থেকে ট্রেনে চাপিয়ে ৫০ হাজার জনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।” তাঁর কথায়, শুধু অসমের মানুষ যদি ভোট দিতেন তো বিজেপির জেতা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বহিরাগতদের দিয়ে ভোটদান



বাড়তি সতর্ক থাকতে অনুরোধ করেন নেত্রী। প্রসঙ্গত, স্বরূপনগরের সভা থেকে গেরুয়া শিবিরের উদ্দেশ্যে যখন তৃণমূল সুপ্রিমো আক্রমণ শানাচ্ছেন, তখন জেলার অন্যপ্রান্তে এক অভিজাত হোটেলের সভায় বিজেপির ১৫ দফা প্রতিশ্রুতির কথা বাংলাকে শোনাচ্ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এসআইআর-

এ নাম কাটা প্রসঙ্গেও তোপ দাগেন তৃণমূল নেত্রী। তিনি বলেন, “সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল যারা বাতিল হয়েছেন তাদের নথি পরে দিয়ে প্রমাণ করতে হবে। ট্রাইব্যুনাল এখনও সুপ্রিমোর কথায়, বিজেপি ‘দু-মুখো সাপ’, ‘জল্লাদ’। তাদের হাত থেকে বাংলাকে বাঁচাতে তিনি যতদূর লড়াই চালিয়ে যেতে হয় চালাবেন। ধর্ম নিয়েও বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনীতি

(ধর্মস্থান) ভাঙি না, বরং গড়ে দিই।” কাউন্টিংয়েও স্লো কাউন্টিং করে দলের এজেন্টদের মন ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করা হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তাঁর অনুমান, গণনার দিন ইচ্ছে করে বিজেপির এগিয়ে থাকা এলাকার ভোট আগে কাউন্ট করে মোবাইল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু এজেন্টরা যাতে মান্বপথ থেকে আশাহত হয়ে ফিরে না আসেন, সেই নিয়ে কড়া নির্দেশ দেন নেত্রী। তিনি বলেন, “কাউন্টিংয়ের রেজাল্ট নিয়ে তবে বেরোবেন এজেন্টরা। তার আগে বেরোবেন না।” ২৬-এর আগস্টের পরে দিল্লির সরকারকে টার্গেট করবে বাংলা বলে হুঁশিয়ারি দেন মমতা। তৃণমূল ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বিজেপিকে ‘গণতন্ত্রের থান্ডার বোল্ট’ দেওয়ার আর্জি জানান আমজনতার কাছে। মমতার অভিযোগ, “রাজস্থান, দিল্লি, অসমে ছেলেমেয়েদের উপর অত্যাচার করছে ডবল ইঞ্জিন সরকার। লজ্জা করে না! এখন বাংলার মাটিতে এসে বলছে সুনার বাংলা গড়বে। ওদের জিভ টেনে ছিড়ে নেওয়া উচিত মানুষের গণতন্ত্রের মাধ্যমে।” বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে মমতার আরও বলেন, “দাঙ্গা করে ক্ষমতায় এসেছে। ঠাকুরার বুলি নয়, মিথ্যের ফুলঝুড়ি নিয়ে ছুটছে।”

হাজার মোড়ে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সভা করার অনুমতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ এপ্রিলঃ আবেদন খারিজ করেছিল পুলিশ। তবে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চকে হাজার মোড়ে শর্ত মেনে সভা করার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি সৌভাগ্য ত্রিচার্যের সিদ্ধান্ত রেকর্ড এই অনুমতি দিয়েছে। ফলে আগামী ১২ এপ্রিল হাজার মোড়ে সভা করার ক্ষেত্রে কোনও বাধা রইল না সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের। যদিও একাধিক শর্ত মানতে হবে তাদের। এদিন রাজ্যের আইনজীবীর কাছে বিচারপতি সৌভাগ্য ত্রিচার্য জানতে চান, হাজার মোড়ে কি কোনও সংগঠনকে সভা করতে দেওয়া হয় না? যদি তাদের কোনও বাধা না থাকে, তাহলে এদের ক্ষেত্রে বাধা কোথায়? ওই এলাকা ১৪৪ (বিএনএস ১৬৩)-র আওতায়ও নয়। এরপরই একাধিক শর্তে সভা করার অনুমতি দেন বিচারপতি। হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, ১২ এপ্রিল বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত সভা করতে পারবে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। তবে কোনও মিছিল করা যাবে না। এক হাজার লোক নিয়ে সভা করা যাবে। কোনওভাবে ট্রাফিক ব্যবস্থার সমস্যা করা যাবে না। শব্দ বিধি মানতে হবে। আদালত মনে করে, এমন সভার ক্ষেত্রে একটা ভারসাম্য রাখা জরুরি। মিছিল-সভা করার অধিকার যেমন হরণ করা যায় না, তেমনি তার জন্য নাগরিকের সমস্যা তৈরি করাও কামা নয়। প্রসঙ্গত, সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ দাবি জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে এআইসিপিআই অনুযায়ী অবিলম্বে বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দিতে হবে। আবার কিছুদিন আগে নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত এক সরকারি কর্মীর উপর হামলার ঘটনাও ঘটেছে। ওই সরকারি কর্মীর উপর হামলার ঘটনা সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনকে জানানো হলেও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ। এরকম একাধিক দাবিতে ১২ এপ্রিল হাজার মোড়ে সভার ঘোষণা করে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। সেই সভার অনুমতি দেয়নি পুলিশ। তারপরই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। এদিন শর্তসাপেক্ষে সভার অনুমতি দিল হাইকোর্ট।

বিজেপি ইস্তেহার প্রকাশ করতেই পাল্টা পয়েন্ট নিয়ে হাজির অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ এপ্রিলঃ গেরুয়া শিবির শুক্রবার প্রকাশ করেছে ২৬-এর নির্বাচন দলের ইস্তেহার ‘সংকল্প পত্র’। কয়েকঘণ্টা যেতেই, তার পাল্টা পয়েন্ট তুলে সংবাদ মাধ্যমের সামনে হাজির হন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। মনে করালেন নিজের করা ৭৫৭ দিন আগের টুইট। অভিষেক বললেন, “আমি আশা করেছিলাম, যেভাবে গত ছ’মাস ধরে এসআইআর-এর নামে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি বাংলায় প্রহসন চালিয়েছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসে আগে বাংলার মানুষের কাছে ক্ষমা চাইবেন তারপর বক্তব্য শুরু করবেন। তিনি ফ্রোনোলজি, ডিটেস্ট, ডিলিট, ডিপোর্টের কথা বলেছিলেন।” এসআইআর প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, “এসআইআর ডিটেস্ট করার প্রথম ধাপ। তাঁর কথা অনুযায়ী। এখনও পর্যন্ত যে নাম বাদ দিয়েছে তালিকা থেকে, প্রথম যে তালিকা ফেরারি মাসে প্রকাশিত হয়, সেখানে প্রায় ৫৮ লক্ষ নাম বাদ দিয়েছিল, পরবর্তীকালে সাড়ে পাঁচ-ছ’ লক্ষ নাম বাদ দিয়েছিল। বিচার্যধীন তালিকায় ২৭ লক্ষ নাম বাদ। সব মিলিয়ে প্রায় ৯০ লক্ষের উপরে নাম, বাংলা থেকে বাদ দিয়েছে। তার মধ্যে প্রায় ৬৩ শতাংশ নাম হিন্দু বাঙালি।” অভিষেকের কথায় অসমের প্রসঙ্গ, এনারসি প্রসঙ্গ। তুললেন, ভিন রাজ্যে বাঙালিদের উপর অত্যাচারের প্রসঙ্গ। অভিষেকের কথায় এদিন শেষ হাসিনা প্রসঙ্গ। বলেন, “বাংলাকে যদি বাংলাদেশ পরিচালিত করে তাহলে দিল্লিতে শেষ হাসিনা কী করছেন? জবাব আছে? দেড় বছর ধরে নরেন্দ্র মোদির সরকার কী কারণে আশ্রয় দিয়েছে? কোন শিল্পপতিকে বাঁচানোর জন্য। শেষ হাসিনার স্ট্যাটাস কী? তিনি কি অনুপ্রবেশকারী না শরণার্থী? অমিত শাহ জবাব দিতে পারবেন?” বিজেপির ইস্তেহারের প্রতিশ্রুতি পয়েন্ট ধরে ধরে পাঁচটা জবাব দেন



দিয়েছেন আবাস যোজনায়? শ্রেতপত্র প্রকাশ করুন। আজও করেনি।” অভিষেক বললেন, “যারা দুর্নীতির শ্রেতপত্র প্রকাশ করবে বলে দাবি করেছে, সবমুহুরে দুর্নীতিগ্রস্ত যারা বিভিন্ন প্রান্তের, যাদের উপর ভূরিভুরি অভিযোগ, ইডি-সিবিআই ডেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, পরেরদিন বিজেপিতে গিয়েছে, সব ষোয়া তুলসিপাতা হয়ে গিয়েছে।” বিজেপির সংকল্প প্রকাশের সময় শাহ বলেন, সকল সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের ডিএ সুনিশ্চিত করা হবে বাংলায় ক্ষমতায় এলে। ৪৫ দিনের মধ্যে সন্তোষ বেনেদ কমিশন চালু করার কথাও বলা হয়েছে। অভিষেক বললেন, “তিনি বাংলার বাজেট পড়েনইনি।” বিজেপির ইস্তেহারের চাকরির

প্রতিশ্রুতিকেও কটাক্ষ করেন অভিষেক। সঙ্গেই বলেন, “সারা বাংলা জুড়ে পাঁচ হাজার লোক দেখাক, যাকে নরেন্দ্র মোদির সরকার, গত ১২ বছর ক্ষমতায় থাকার পরে, কোনও যুবক বা যুবতীর হাতে একটা কর্মসংস্থানের নিয়োগপত্র তাঁদের কেন্দ্রের সরকার তুলে দিয়েছে।” এদিন অভিষেক বলেন, “ইডি-সিবিআই যখন রেড করতে আসে, তখন তো রাজ্যের পুলিশকে জানিয়ে আসে না। সরাসরি আসে। আপনি যদি দু’কোটি ৪২ লক্ষ মহিলাকে বিনে হাজার টাকা দিতে চান, রাজ্য সরকারকে বাইপাস করে সরাসরি দিন। কেউ তো বাধণ করছে না। আপনি যদি যুবক-যুবতীদের তিন হাজার টাকা দিতে চান, তার সঙ্গে ভোটের কী। আপনি দিন সরাসরি, কেউ তো বাধণ করছে না।” এদিন সাংবাদিক বৈঠক অভিষেক একটি ছবি দেখান। অমিত শাহ বিমান থেকে নামার পর আসানসোলের কোল মাফিয়া জয়দেব থা-কে দেখা যায়। অমিত শাহকে তাঁকে ফুল দিতে দেখা যায়। অভিষেকের অভিযোগ, ওই ব্যক্তি আসানসোল এলাকার সব থেকে বড় কোল মাফিয়া। তাঁর হাত থেকেই শাহ ফুল নিচ্ছেন। এদিকে দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ করা হচ্ছে। এই জয়দেব থা-এর বিরুদ্ধে ইডি, সিবিআই তদন্ত হবে না কেন? সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। অভিষেক এদিন বলেন, “বিজেপি নাকি তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ইস্যুতে শ্রেতপত্র প্রকাশ করবে। আসানসোলের সব থেকে বড় কোল মাফিয়া অমিত শাহকে ফুল দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করবেন, ক’পাসা নিয়েছেন, আর কতবার একে ইডি-সিবিআই ডেকেছে? বিজেপির দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নিদর্শন।” প্রহ্লাদ যোশীর সঙ্গে জয়দেব শাহের ছবি এদিন সামনে এনেছেন অভিষেক। বাংলার মানুষকে বোকা বানাতে বিজেপি এসেছে, সেই কটাক্ষও এদিন অভিষেক করেন।

বৃন্দাবনে নৌকাডুবি, ১০ জনের মৃত্যু, নিখোঁজ একাধিক

সংবাদ সংস্থা, মথুরা, ১০ এপ্রিলঃ আজ, শুক্রবার মথুরার বৃন্দাবনে নৌকাডুবিতে মৃত্যু হল ১০ জনের। নিখোঁজ একাধিক মানুষ। এদিন দুপুর ৬টাে ১৫ নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে বৃন্দাবনের যমুনা নদীর কেশী ঘাটের কাছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আপাতত ১৫ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গিয়েছে, হতাহতরা সকলেই পাঞ্জাবের বাসিন্দা। তাঁরা তীর্থযাত্রী এবং পর্যটক।



পনটুন ব্রিজে মেরামতির কাজ চলছিল। সেই সময় আচমকাই নৌকাটি ব্রিজে ধাক্কা মারে। এরপর ভায়সাম্য হারিয়ে মায়নদীতে উল্টে যায়। জলে ডুবে মৃত্যু হয় ১০ জনের। বাকিদের উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেন স্থানীয় বাসিন্দা এবং অন্যান্য নৌকার মাঝিরা। ১৫ জনকে

উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে দুর্ঘটনার সময় ওই নৌকাটিতে ঠিক তজন্য যাত্রী ছিলেন তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। খবর পেয়ে কেশী ঘাটে সৌঁছয় পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দলও। বর্তমানে নিখোঁজদের খোঁজে নদীতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। নামানো হয়েছে ডুবরিঙা মথুরা জেলা প্রশাসন পুরো বিষয়টির উপর নজর রেখেছে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই শোক প্রকাশ করেছে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

মহিলা ও যুবদের মাসে ৩ হাজার, জোর নারী সুরক্ষায় ১৫ ‘সংকল্প’ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ এপ্রিলঃ আজ নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করল বিজেপি। উপস্থিত ছিলেন অমিত শাহ। ১০ হাজার বিশিষ্টের সঙ্গে কথা বলে সংকল্পপত্র তৈরি করা হয়েছে। অমিত শাহ বলেন, “এই সংকল্পপত্র বাংলাকে নিরাশা থেকে বের করে দিশা দেখাবে। মহিলা থেকে কৃষক সবস্তরের মানুষকে আলো দেখাবে। বিকশিত ভারতের রোডম্যাপ সংকল্পপত্র। রবীন্দ্র জয়ন্তীতে নতুন বাংলা গঠন করা হবে।” মোট ১৫টি সংকল্প নেওয়া হয়েছে। বিজেপির সংকল্পপত্রে প্রধান্য পেয়েছে মহিলা, যুব থেকে কৃষি, শিল্প। এর আগে বহুবার

মহিলাদের ৩ হাজার টাকা- বাংলার মহিলাদের সাবলবী করতে মাসে তিন হাজার টাকা দেওয়া হবে। মাসের ১ তারিখ থেকে ৫ তারিখের মধ্যে অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়া হবে। ৩. নতুন চাকরি ও যুবদের ৩ হাজার টাকা- আগামী পাঁচ বছরে ১ কোটি মানুষের জন্য নতুন চাকরি ও স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ তৈরি করা হবে। যুবক- যুবতিদের চাকরি না হওয়া পর্যন্ত প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা দেওয়া হবে। ৪. দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড- মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য থাকবে বিশেষ মহিলা পুলিশ ব্যাটালিয়ন। নাম দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড। রাজ্যের সমস্ত সরকারি চাকরিতে মহিলাদের

নিশ্চিত করা হবে। ৯. প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা- রাজ্যের প্রতিটি মৎস্যজীবীকে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অধীনে নথিভুক্ত করা হবে। অর্থনীতিকে চান্স করতে রাজ্যকে একটি শিল্প কেন্দ্র ও দেশের অন্যতম প্রধান মাছ রপ্তানিকারক রাজ্যে উন্নিত করা হবে। ১০. চা ও পাট শিল্পে জোর- পুরনো চা বাগানগুলির উন্নয়ন, দার্জিলিং চায়ের বিশৃঙ্খলীন ব্র্যান্ডিং করা হবে। একইসঙ্গে পাটশিল্পের আধুনিকীকরণ করা হবে। ১১. অভিন্ন দেওয়ানি বিধি- অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন করা হবে। গবাদিপশু পাচার রোধে কঠোর



বিভিন্ন বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের মুখে শোনা গিয়েছে, বিজেপি ক্ষমতায় এলে মহিলাদের তিনহাজার টাকা দেওয়া হবে। বিজেপির ইস্তাহারে সেই সংকল্পই নেওয়া হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্যের ভাঙারের পাঁচটা বিজেপির অমূল্য প্রকল্প। অমিত শাহ জানিয়েছেন, বিজেপির সরকার গঠন হলেই মহিলাদের মাসে ৩ হাজার টাকা দেওয়া হবে। বেকার যুবকদের জন্য ৩ হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বিজেপি। কী কী রয়েছে সংকল্প পত্রে- ১. অনুপ্রবেশে জিরো টল্যারেন্স নীতি- বিজেপির প্রথম সংকল্প, অনুপ্রবেশ মুক্ত বাংলা গড়ে তোলা হবে। অমিত শাহ বলেন, বিজেপি বাংলায় সরকার গঠন করলে অনুপ্রবেশকারীদের বেছে বেছে বের করে আনবা। অনুপ্রবেশ মুক্ত সরকার গঠন করা হবে। ২.

জনা ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা হবে। অমিত শাহ জানিয়েছেন, অন্তঃসঙ্গাকে এককালীন ২১ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এছাড়া, সরকারি বাসে মহিলাদের ভাড়া মকুবের সংকল্প নেওয়া হয়েছে। ৫. সন্তোম পে কমিশন- সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের ডিএ অর্থাৎ মর্হাষ ভাতা সুনিশ্চিত করা হবে। সন্তোম বেনেদ কমিশন চালু হবে। ৪৫ দিনে শূন্যপদ পূরণ করা হবে। ৬. সিভিকিট রাজ নির্মূল- কাটমানি সাংস্কৃতিক সিভিকিট রাজ নির্মূল করা হবে। ৭. শ্রেতপত্র- গত ১৫ বছরে তৃণমূল সরকারের দুর্নীতি ও আইনশৃঙ্খলার অবক্ষয়ের খতিয়ান তুলে ধরতে একটি বিশেষ শ্রেতপত্র প্রকাশ করা হবে। ৮. চাষিদের ন্যায্যমূল্য- ধান, আলু ও আম চাষে বিশেষ সরকারি সাহায্য ও কৃষকদের জন্য ফসলের ন্যায্য মূল্য

ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ১২. আয়ুস্মান ভারত ও মহিলাদের বিনামূল্য স্তন ক্যানসার পরীক্ষা- বাংলাতে আয়ুস্মান ভারত চালু করা হবে। এছাড়া বাকি কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিও চালু করা হবে। মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে এইচপিডি টিকাकरण স্তন ক্যানসার পরীক্ষা চালু করা হবে। উত্তরবঙ্গে নতুন এইসম ও নতুন আইআইটি ও আইআইএম ক্যাম্পাস তৈরি করা হবে। ১৩. অষ্টম তফসিলে কুড়মালি ও রাজবংশী ভাষা- বিজেপির সংকল্পপত্র অনুযায়ী, ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফসিলে কুড়মালি ও রাজবংশী ভাষা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ১৪. বিশেষ বন্দে মাতরম সংগ্রহশালা তৈরি করা হবে। ১৫. ধর্মচারণে স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে আইন তৈরি করা হবে।

‘জঞ্জাল করেছে তৃণমূলই, এক বছরের মধ্যে শেষ হবে কাজ!’

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডেবরা, ১০ এপ্রিলঃ ২৬-এর বিধানসভার নির্বাচনেও মেদিনীপুরের রাজনীতিরা অন্যতম ভরকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই বহুচর্চিত ‘ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান’। দশকের পর দশক ধরে তুলে থাকা এই প্রকল্প নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির চাপানউতোর এবার চরমে পৌঁছেছে। শাসক দল যখন কেন্দ্রের বন্ধনাকে অস্ত্র করে প্রচারে নেমেছে, ঠিক তখনই পাঁচটা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার ডেবরায় নির্বাচনী জনসভা থেকে শাহ সাফ জানিয়ে দিলেন, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত না হওয়ার জন্য দায়ী একমাত্র তৃণমূলের অপশাসন। এমনকী রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে মাত্র এক বছরের মধ্যে এই কাজ শেষ করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার চূড়ান্ত অসহযোগিতা করেছে। ২০১৪ সালে এই প্রকল্পের জন্য আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব পাঠানো হলেও দিল্লি তাতে কর্ণপাত করেনি বলেই দাবি তাঁর। সম্প্রতি সিদ্ধুর থেকে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, রাজ্যের নিজের তহবিল থেকেই এই কাজ সম্পন্ন করা হবে। প্রাথমিকভাবে দেড় হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ২০২৭ সালের মার্চের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তবে শুক্রবার ডেবরায় সভায় অমিত শাহ সম্পূর্ণ ভিন্ন দাবি করেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সারাসরি আক্রমণ করে

বলেন, “নরেন্দ্র মোদিজি এই প্রকল্পের জন্য দেড় হাজার কোটি টাকা পাঠিয়েছিলেন। ৬০ শতাংশ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তৃণমূল সরকারই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানকে আক্ষরিক থাকা এই প্রকল্প নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির চাপানউতোর এবার চরমে পৌঁছেছে। শাসক দল যখন কেন্দ্রের বন্ধনাকে অস্ত্র করে প্রচারে নেমেছে, ঠিক তখনই পাঁচটা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার ডেবরায় নির্বাচনী জনসভা থেকে শাহ সাফ জানিয়ে দিলেন, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত না হওয়ার জন্য দায়ী একমাত্র তৃণমূলের অপশাসন। এমনকী রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে মাত্র এক বছরের মধ্যে এই কাজ শেষ করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার চূড়ান্ত অসহযোগিতা করেছে। ২০১৪ সালে এই প্রকল্পের জন্য আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব পাঠানো হলেও দিল্লি তাতে কর্ণপাত করেনি বলেই দাবি তাঁর। সম্প্রতি সিদ্ধুর থেকে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, রাজ্যের নিজের তহবিল থেকেই এই কাজ সম্পন্ন করা হবে। প্রাথমিকভাবে দেড় হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ২০২৭ সালের মার্চের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তবে শুক্রবার ডেবরায় সভায় অমিত শাহ সম্পূর্ণ ভিন্ন দাবি করেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সারাসরি আক্রমণ করে

তিনি প্রার্থী হতে রাজি হন। সে সময় মমতা ঘোষণা করেছিলেন, কেন্দ্র টাকা না দিলে রাজ্যই তা করে দেখাবে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে জয়ের পর সেই কাজের তৎপরতাও বেড়েছে। শুক্রবারই এই প্রসঙ্গ মুখ খুললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিক বৈঠক থেকে অমিত শাহকে নিশানা করে তিনি বলেন, “ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান সম্পর্কে উনি জানেন না। রাজ্য টাকা দিয়েছে। সেটা জানতে হবে। বরষ রাখে না কেন্দ্রীয় সরকার। আমি দেবেল প্রচারে গিয়ে বলেছিলাম, কেন্দ্র না দিলে আমরা করব। অমিত শাহ সেটা জানেন না।” রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, মেদিনীপুরের মানুষের আবেগ এবং দীর্ঘদিনের ভোগান্তি জড়িয়ে রয়েছে এই মাস্টার প্ল্যানের সঙ্গে। একদিকে রাজ্য সরকারের নিজস্ব অর্থে কাজ করার দাবি, অন্যদিকে শাহের ‘এক বছরে সমাপ্তি’র প্রতিশ্রুতি - এই দুইয়ের লড়াইয়ে ভোটদাররা শেষ পর্যন্ত কার ওপর আস্থা রাখেন, সেটাই এখন দেখার বিষয়। প্রসঙ্গত, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত হলে পশ্চিম মেদিনীপুরের ৭টি ব্লক - ঘাটাল, পূর্ব ঘাটাল ১ ও ২, চন্দ্রকোনা ১ ও ২, কেশপুর ও ডেবরা ছাড়াও পূর্ব মেদিনীপুরের ৪টি ব্লক - পার্কচুড়া ১, কোলাঘাট, ময়না ও তমলুক, পাশাপাশি ঘাটাল ও পাঁচকুড়া পুরসভার মানুষ উপকৃত হবেন। মোট প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ বন্যা ও জলঘব্বণার হাত থেকে মুক্তি পাবে বলে ওয়াশিংটন থেকে জানা গিয়েছে।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে আশ্বাস শাহর

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে এই অঞ্চলের নিকাশি সমস্যার স্থায়ী সমাধান করে দেবা।” ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানকে কেন্দ্র করে রাজনীতির ইতিহাস অবশ্য বেশ পুরনো। বাম জমানায় এই পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি হলেও তা খাতা-কলমেই সীমাবদ্ধ ছিল। ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের পর এই দাবি আরও জোরালো হয়। গত লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে ঘাটালের বিদায়ী সাংসদ তথা অভিনেতা দেব এই ইস্যুতে সরব হয়েছিলেন। এমনকি যথাযথ প্রতিশ্রুতি না পেলে তিনি আর ভোট ময়দানে নামবেন না বলেও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্বাসে

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের



নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১০ এপ্রিল : প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শুক্রবার শ্রদ্ধা জানানেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।সমাজ মাধ্যম এল্লা হ্যান্ডলে এক বার্তায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,- বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের জন্মবার্ষিকীতে আমি তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই। উল্লেখ্য, এই রাজ্যের তৃতীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন প্রফুল্ল চন্দ্র সেন। ১৯৬২ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর জন্ম সেনহাটি গ্রামে। অধুনা বাংলাদেশের খুলনা জেলার এই গ্রামে আজকের দিনেই জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ১৯২১ সালে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি রাজনৈতিক জীবন বেছে নেন। হুগলি জেলার আরামবাগে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। ৬০ বছর সেখানে জীবনযাপনের পাশাপাশি জীবন যুঁড়ে ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকেন। আরামবাগের গান্ধী হিসেবেও জনপ্রিয় ছিলেন তিনি।

ভোটার তালিকায় নাম বাদ নিয়ে স্বরূপনগরের সভা থেকে গর্জে উঠলেন মমতা



উত্তর ২৪ পরগনা, ১০ এপ্রিল : শুক্রবার স্বরূপনগরে তেঁতুলিয়ায় হাই স্কুল ফুটবল মাঠের জনসভা থেকে ভোটার তালিকায় নাম বাদ নিয়ে গর্জে উঠলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের এক বন্ধনীতে রেখে তীব্র আক্রমণ করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। বলেন, সুপ্রিম কোর্টের রায় ছিল কাগজপত্র দিয়ে টাইবুনালে আবেদন করতে পারবেন। কিন্তু এখনও টাইবুনালের ক্রাজাই শুরু হয়নি। তার মধ্যে একত্রমাসের সেল হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে ৯০ লক্ষ মানুষের নাম বাদ গিয়েছে, তার মধ্যে নাকি ৬০ লক্ষই হিন্দু, আর ৩০ লক্ষ মুসলমান। খবরের কাগজে দেখলাম। এই বিষয়ে ব্লক স্তরে সমীক্ষার পর তৃণমূলের তরফে যা বলার বলা হবে।মমতা বলেন, যদি রাজ্যের এখন চালু যে প্রকল্পগুলো চালাতে হয়, মানুষকে সুস্থ রাখতে হয় তাহলে অন্য কাউকে নয়, কে প্রার্থী ভুলে যান সরকার যদি আমাদের চান, তাহলে আমরা ভোট দিন। এক এক করে রাজ্য সরকারের সব প্রকল্পগুলির নাম করে মমতা বলেন, কিছুই বাকি নেই, ১০৫টা স্কিম সবটাই বাকি করা হয়েছে। আমাদের সঙ্কল্প, লক্ষীর ভান্ডার আজীবন পাবেন মা ও বোনো। যুবসাথী থাকবে। সবার পাকা বাড়ি হবে। এক কোটি বাড়িতে নলের জল পৌঁছেছে। যেটুকু বাকি আছে সব জায়গায় পৌঁছে। কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ চলে যাবেন না। মেশিনে কারচুপি করবে। মনে রাখবেন চিপ ঢুকিয়ে ভোট চুরি করতে পারে। আমাদের কর্মীরা লড়ে নেবে, বাইরে থেকে লোক ঢোকাচ্ছে বলে মনে হয়।

যোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথাযথতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞানগুণ্ডলি শুধুমাত্র সরল বস্তুতে গ্রহণ করা হয়। এই যোগ্যতা বরাবর সেরকার স্পেশাল ব্রহ্মই ব্রাঞ্জে নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দেশে জ্বালানির মজুত পর্যাণ্ড, সরবরাহ স্বাভাবিক- আশ্বাস কেন্দ্রের

নয়াদিিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১০ এপ্রিল:পশ্চিম এশিয়ার অস্থির পরিস্থিতির মাঝেও দেশের জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই- এমনটাই স্পষ্ট জ্ঞানাল কেন্দ্র। গত বুধবার আন্তঃমন্ত্রক পর্যা়ের সাংবাদিক বৈঠকে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মা আশুস্ত্ব করে বলেন, দেশে এলপিজি, পেট্রোল ও ডিজেলের মজুত পর্যাপ্ত রয়েছে এবং সরবরাহ ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে চলছে।তিনি জানান, সাংশ্রুতিক যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে কিছু সময়ের জন্য এলপিজি সরবরাহে বিঘ্ন তৈরি হয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে গার্হস্থ্য গ্রাহকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। দেশের প্রতিটি পরিবারে রান্নার গ্যাসের নিরবচ্ছিন্ন জোগান নিশ্চিত করতে বাণিজ্যিক এলপিজি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকটাই স্থিতিশীল এবং সরবরাহ স্বাভাবিক ছন্দে

হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে জোট প্রত্যাহার আসাদউদ্দিনের দলের



কলকাতা, ১০ এপ্রিল : ডিডিও ফাঁস হওয়ার পরেই হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে জোট প্রত্যাহার করল আসাদউদ্দিন ওয়েইসির দল এআইএমআইএম। শুক্রবার সমাজ মাধ্যম এল্ল হ্যান্ডলে একটি পোস্টে এআইএমআইএম-এর তরফে জানানো হয়, আগামী দিনে আর কোনও দলের সঙ্গে জোট না করে স্বতন্ত্র ভাবেই বিধানসভা নির্বাচনে লড়তে তারা। একই সঙ্গে এআইএমআইএম-এর তরফে শপথ জানানো হয়, হুমায়ুনের ডিডিও প্রকাশ্যে আসার পর স্পষ্ট যে বাংলার

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যেরহ প্রতিটি বুথে ওয়েবকাস্টিং

ক ল কাতা, ১০ এপ্রিলঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যেরহ প্রতিটি বুথে ওয়েবকাস্টিং বা ক্যামেরার মাধ্যমে সরাসরি নজরদারিতে ভোটের গোপনীয়তা লঙ্ঘন নিয়ে ছড়ানো বিভ্রান্তি নির্বাচন কমিশন খারিজ করে দিয়েছে। রাজ্যএর মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, ভয়মুক্ত ও বাধাহীন পরিবেশে স্বচ্ছ নির্বাচন করতে ‘ জিরো টলারেন্স’ নীতিতে এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন। সেই লক্ষ্যেই রাজ্যের প্রতিটি বুথে ১০০ শতাংশ ওয়েবকাস্টিংয়ের সিদ্ধান্ত

ভোটের মুখে রাজ্যজুড়ে ইডির সাঁড়াশি অভিযান, রেশন দুর্নীতি মামলায় ১২ জায়গায় তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১০ এপ্রিল :বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের সক্রিয় হল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় শুক্রবার সকাল থেকেই কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, বর্নগাঁ ও হাওড়া-সহ রাজ্যের মোট ১২টি জায়গায় একযোগে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইডি সূত্রে খবর, দুর্নীতির জাল কটটা বিস্তৃত এবং এর সঙ্গে কোন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির যোগ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতেই এই মারাত্মন তল্লাশি চালানো হচ্ছে।তদন্তে উঠে এসেছে বসন্ত কুমার শরাক নামে এক ব্যবসায়ীর নাম। অভিযোগ, তাঁর একটি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে



ফিরেছে।এদিনের বৈঠকে বন্দর, নৌপরিবহন ও জলপথ মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব মুকেশ মঙ্গল পারস্য উপসাগর অঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক, বিশেষ মন্ত্রক এবং বিভিন্ন দেশে অবস্থিত ভারতীয় মিশনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যমে গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। বিশেষ করে ভারতীয়

নাবিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।মুকেশ মঙ্গলের বক্তব্য অনুযায়ী, জাহাজ মালিক ও আরপিএসএল সংস্থাগুলির সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে ডিজি শিপিংয়ের কন্স্টোল রংম ইতিমধ্যেই ৫,৪৮০টিরও বেশি ফোনালক এবং ১১,৭০০টি ইমেল পরিচালনা করেছে। শুধু

রাজ্যসভায় শপথ নীতীশের, শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর



নয়াদিিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১০ এপ্রিল :রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ও রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সি. পি. রাধাকৃষ্ণন শুক্রবার সংসদ ভবনে বিহার থেকে নির্বাচিত রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে নীতীশ কুমারকে শপথবাক্য পাঠ করান।শপথ নেওয়ার পর নীতীশ কুমারকে মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করবে। রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে শপথ গ্রহণ করায় আমি তাঁকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই।

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর মন্তব্য থিরে উত্তপ্ত ইজরায়েল-পাকিস্তান কূটনৈতিক সম্পর্ক, তীব্র প্রতিক্রিয়া তেল আবিবের

তেল আবিব, ১০ এপ্রিল : পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ইজরায়েল ও পাকিস্তানের মধ্যে কূটনৈতিক উত্তেজনা নতুন করে বৃদ্ধি পেয়েছে। জেনারেল ইজরায়েলের সাম্প্রতিক সামরিক অভিযানের প্রেক্ষিতে দেওয়া তাঁর বক্তব্য থিরে দুই দেশের মধ্যে তীব্র বাত-যুদ্ধ শুরু হয়েছে।ঘটনাক্রম অনুযায়ী, বুধবার রাতে ইজরায়েল লেবাননে ব্যাপক বিমান হামলা চালায়। ওই হামলায় একাধিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা হয় বলে দাবি করা হয়।এরপর বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ সাক্ষাৎিক মাধ্যমে ইজরায়েলকে কান্দার রাষ্ট্র বলে উল্লেখ করেন এবং গাজা ও লেবাননে চলমান সামরিক অভিযানের চরম সমালোচনা করেন।এই মন্তব্যের পরই ইজরায়েল সরকার তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়। প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহ্বর দফতরে এক সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে এই মন্তব্যকে লজ্জাজনক ও নিন্দনীয় বলে অভিহিত করে

চণ্ডীপুরে নাকা তল্লাশিতে উদ্ধার ১৬ লক্ষাধিক নগদ টাকা

পূর্ব মেদিনীপুর, ১০ এপ্রিল : অবধা ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে নিচান কমিশনের নির্দেশে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাজুড়ে জোরদার নাকা তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এই অভিযানের অংশ হিসেবেই চণ্ডীপুর এলাকায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর যৌথ তল্লাশিতে উদ্ধার হলো বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ চণ্ডীপুর থানার অন্তর্গত বরোজ বাজার এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী, এসএসটি এবং চণ্ডীপুর থানার একটি যৌথ দল তল্লাশি শুরু করে।

গত ২৪ ঘণ্টায়ই ১৩৯টি কল এবং ৬৭৬টি ইমেল পাওয়া গেছে, যা পরিস্থিতির গুরুত্ব ও তপরতার ইঙ্গিত দেয়।তিনি আরও জানান, সাম্প্রতিক সময়ে ৬৬ জন নাবিককে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ৭৫৪ জনেরও বেশি ভারতীয় নাবিককে বিদেশ থেকে দেশে ফেরানো সম্ভব হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই উদ্ধার চক্রিয়া অব্যাহত রাখবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতার জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির সরবরাহ ও পরিবহণ নিয়ে যখন অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তখন কেন্দ্রের এই আশ্বাস সাধারণ মানুষের কাছে স্বস্তির বার্তা হিসেবেই ধরা দিচ্ছে। সরকারের দাবি, পরিস্থিতি নিবিাভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে সব রকম প্রস্তুতি নেওয়া রয়েছে।

রাজ্যে আলুর বাম্প্পার ফলনের জেরে হিমঘরগুলিতে রেকর্ড পরিমাণ সংরক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০এপ্রিলঃ এই বছর রাজ্যে আলুর বাম্প্পার ফলনের জেরে হিমঘরগুলিতে রেকর্ড পরিমাণ সংরক্ষণ হয়েছে। প্রায় ৮০ লক্ষ টনের কাছাকাছি আলু ইতিমধ্যেই হিমঘরে মজুত হয়েছে, যা রাজ্যে এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ। গত বছর এই পরিমাণ ছিল প্রায় ৭৪ লক্ষ টন। পাশাপাশি মোট উপাদানও রেকর্ড ছুঁয়েছে। প্রায় দেড় কোটি টন আলু উপাদিত হয়েছে বলে কৃষি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।হিমঘরে আলু সংরক্ষণের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। আগামী মে মাস থেকে সংরক্ষিত আলু বাজারে আসতে শুরু করবে। এর বাইরে মাঠ থেকে ওঠা নতুন আলু এখনও বাজারে চাহিদা মেটাচ্ছে। বাংলার আলু ইতিমধ্যেই তিন রাজ্যেও পাঠানো শুরু হয়েছে-রেলের মাধ্যমে অসম ও ত্রিপুরায় এবং ট্রাকের মাধ্যমে অন্যান্য রাজ্যে আলু যাচ্ছে, যার বা অংশ হুগলি ও পশ্চিম মেদিনীপুরের উৎপাদন। বাম্প্পার ফলন হলেও দাম বা সংরক্ষণ নিয়ে কৃষকদের উদ্বেগের কোনও কারণ নেই বলে আশুস্ত্ব করেছে রাজ। কৃষি দফতর জানিয়েছে, চাষিদের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করতে সরকার প্রতি কুইন্টাল ৯৫০ টাকা দরে সরাসরি আলু কিনছে। সরকারি ও বেসরকারি-উভয় ধরনের হিমঘরেই এই ক্রয় প্রক্রিয়া চলছে।রাজ্যে মোট প্রায় ৮২ লক্ষ মেট্রিক টন আলু সংরক্ষণের ক্ষমতা রয়েছে। তার মধ্যে এখনও পর্যাপ্ত জায়গা খালি রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, হিমঘরের অন্তত ৬০ শতাংশ জায়গা ছোট ও প্রান্তিক চাষিদের জন্য সরক্ষিত রাখতে হবে।চাষিরা যাতে হিমঘরে সহজে আলু রাখতে পারেন এবং পরে সুবিধাজনক সময়ে বিক্রি করতে পারেন, তার জন্য ব্যাক খণের ব্যবস্থাও সহজ করা হয়েছে। হিমঘর মালিক, ব্যাঙ্ক ও জেলা প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ভারতরত্ন মোরারজি দেশাইয়ের পুণ্যতিথিতে শ্রদ্ধা নিবেদন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদবের

ভোপাল, ১০ এপ্রিল : মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের পুণ্যতিথিতে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব। শুক্রবার এই উপলক্ষে প্রবীণ জননেতাকে স্মরণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী।ডঃ যাদব তাঁর শোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে 'এল্ল'-এ একটি পোস্টের মাধ্যমে লিখেছেন- প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, 'ভারতরত্ন' শ্রদ্ধেয় মোরারজি দেশাইজির পুণ্যতিথিতে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আপনার সন্তানগিষ্ঠা, সরলতা এবং জাতির প্রতি অটুট সমর্পণ আমাদের সর্বদা জনসেবা



এবং জাতি গঠনের পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে।উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালের ১০ এপ্রিল মুম্বইয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন মোরারজি দেশাই। তিনি ছিলেন ভারতের চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী। দেশের প্রথম অ-কংগ্রেসি নেতা হিসেবে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করে এক ঐতিহাসিক নজির গড়েছিলেন।

হরিবংশকে রাজ্যসভায় মনোনীত করলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১০ এপ্রিল : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মুর্মু হরিবংশকে রাজ্যসভায় মনোনীত করেছেন। একজন মনোনীত সদস্যের অবসরের কারণে সৃষ্ট শূন্যপদ পূরণের জন্য সংবিধানের বিধান অনুসারে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হরিবংশ রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। উল্লেখ্য, সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্য হিসেবে হরিবংশের মেয়াদ বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) শেষ হয়েছে।ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ-এর রাজ্যসভা থেকে অবসরের কারণে সৃষ্ট শূন্যপদে হরিবংশকে রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে মনোনীত করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মুর্মু। ৬৯ বছর বয়সি হরিবংশ বিহারের প্রতিনিধিত্ব করে রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে তাঁর দু'বারের মেয়াদ পূর্ণ করেছেন। তিনি উচ্চকক্ষের ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। পুনরায় রাজ্যসভায় মনোনীত হওয়ায় ২০৬২ সাল পর্যন্ত রাজ্যসভার সদস্য থাকবেন তিনি।প্রসঙ্গত, রাজ্যসভায় মোট ১২ জন মনোনীত সাংসদ রয়েছেন, যাদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং সমাজসেবায় অসামান্য অবদানের ভিত্তিতে এই সাংসদদের নির্বাচন করা হয়। জেডিউএ এবারে হরিবংশকে রাজ্যসভায় পুনরায় মনোনীত করেনি। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তিনি মনোনীত হয়েছেন।

কে আই আই এফ সি ২০২৬-এ বালমলে সন্ম্যা, সম্মানিত বাংলার কৃতি ব্যক্তিত্বরূা



কলকাতা, ১০ এপ্রিল :শিল্পের শহর কলকাতার আইসিসিআর-এ বৃহস্পতিবার সন্ম্যায় উদযাপিত হলো কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম অ্যান্ড কালচারাল ফেস্টিভ্যাল (কে আই আই এফ সি) ২০২৬। চলচ্চিত্র, সাহিত্য, সঙ্গীত এবং সমাজসেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য এ বছর বাংলার একাধিক গুণী ব্যক্তিত্বকে সম্মানিত করা হয়েছে।অনুষ্ঠানের অন্যতম আর্থগ্ন ছিল বিভিন্ন মর্যাদাপূর্ণ সম্মান প্রদান। রাজশেখর সম্মান পেয়েছেন বিশিষ্ট পরিচালক গৌতম ঘোষ এবং গুরু দত্ত সম্মান প্রদান করা হয়েছে জনপ্রিয় অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তীকে। সাহিত্য জগতে অবদানের জন্য সুকান্ত সম্মান পান শীর্ষেশ মুখোপাধ্যায়। এছাড়া লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়কে। থিয়েটার ও অভিনয়ে বিশেষ অবদানের জন্য উপলব্ধ দত্ত সম্মান পান সুমন মুখোপাধ্যায় এবং বিজন ভট্টাচার্য সম্মান পান দেবশঙ্কর হালদার।চলচ্চিত্র বিভাগে সেরা হলোনা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে অন্নপূর্ণা বসু পরিচালিত 'সার্থপর'। এই সিনেমার 'এই শোন' গানের জন্য সেবা গায়ক হয়েছেন রূপঙ্কর বাগচী এবং সেরা গীতিকার হয়েছেন প্রদ্যোম অন্যাদিকে ' পুতুল নাচের ইতিকথা' সিনেমার জন্য অনিয়ার চ্যাট্টাঙ্গী সেরা প্লেব্যাক সিন্দার (মহিলা) সম্মান পেয়েছেন।' চোষের

রাশিফল

মেসঃ আজকের দিনটা মেস রাশির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। কাজের জায়গায় আপনি অনেক বেশি অ্যাকটিভ আর এনার্জেটিক এখনও। প্রেম আসতে পারে আজ ষুষঃ আপনার প্রত্যাশা পূরণের জন্য ব্যক্তিগত সম্পর্কের অপব্যবহার আপনার স্বীকে বিরক্ত করবে।

মিথুনঃআজকের দিনটা আপনার জন্য অনেক সুযোগ নিয়ে আসবে, তবে নিজের ভাবনা আর অনুভূতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা দরকার। **কর্কট রাশি** :কোন সাধু ব্যক্তির আশীর্বাদ মনের শান্তি এনে দেবে। আপনি যদি ছাত্র হন এবং বিদেশে পড়াশোনা করতে চান তবে ঘরে বসে আর্থিক সঞ্চট আপনাকে আজ বিরক্ত করতে পারে। শুভদিন হবে **সিংহঃ** আজকের দিনটা সিংহ রাশির জন্য নতুন সুযোগে ভরা থাকবে। আপনার পজিটিভ এনার্জি আর আত্মবিশ্বাস অন্যদের আকর্ষণ করবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

কন্যাঃআপনার সন্ম্যা মিশ্র আবেগে মিশ্রিত হবে যা আপনাকে উত্তেজিত রাখবে। কিন্তু বেশি চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই- কারণ আপনার সুখ আপনাকে হতাশার চেয়ে বেশি আনন্দ দেবে। অর্থ বায়। **তুলাঃ** মেজাজের গোলমাল একটি বিতর্ক এবং বোঝাপড়ার দিকে এগোতে পারে। বিবাহের যোগ হবে **বৃশ্চিকঃ** আজকের দিনটা বৃশ্চিক রাশির জন্য মিশ্র অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে। শুভ রং লাল হতে পারে। **ধনুঃ** আজকের দিনটা ধনু রাশির জন্য পজিটিভিটি আর নতুন সম্ভাবনায় ভরা থাকবে। শুভদিন। **মকরঃ** বন্ধুরা সন্ধ্যাবেলার জন্য আকর্ষণীয় কিছু পরিকল্পনা করে আপনার দিনটি উজ্জ্বল করে তুলবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে। **কুর্ভঃ** সামান্য জিনিসে মন দেবেন না। আপনার ভাইবোদদের সহায়তায় আজ আপনি আর্থিক সুবিধা অর্জন করতে পারবেন। **মীনঃ** আজকের দিনটা আপনার জন্য অনেক নতুন সুযোগ নিয়ে আসবে। নিজের মনের ইচ্ছেকে আজ বুঝতে পারবেন আপনি । সন্তান হতে পারে আজ। শুভদিন।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ঝড়-বৃষ্টির দাপট কমতে চলেছে। আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, শুক্রবার থেকে আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে এবং পাল্লা দিয়ে বাবে পারদ।আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, আগামী কয়েক দিনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ধীরে ধীরে ৪ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। গত ৭২ ঘণ্টার লাগাতার ঝড়-বৃষ্টিতে তাপমাত্রা অনেকটাই কমেছিল। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিখের চেয়ে ৮.৭ ডিগ্রি নিচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৩.৯ ডিগ্রি নিচে। তবে আজ থেকে মেঘমুগ্ধ আকাশ ও শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে গরম আবার ফিরবে।আবহবিদদের মতে, উত্তর-পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ থেকে মণিপুর পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা অবস্থান করছে, যা উত্তরবঙ্গের ওপর দিয়ে বিস্তৃত। এর ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে এবং বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হয়ে বৃষ্টি হচ্ছে। এছাা হ্রদিশগা ও সংলগ্ন এলাকায় একটি ঘূর্ণবর্ত থাকায় বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। তবে শুক্রবার থেকে পরিস্থিতির উন্নতি হবে।এদিন থেকে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির দাপট কমলেও দক্ষিণ মৌসুমী ঝড়ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়ায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উপকূলীয় জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৬০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া হতে পারে, যার ফলে সমুদ্র উত্তাল থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে শনিবার থেকে পড়াশোনা ও ঝড়-বৃষ্টি অগ্রহত থাকতে পারে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কালিমpong- এই তিন জেলায় বৃষ্টিজ কম ‘সতর্কতা’ জারি করা হয়েছে। বাকি জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তবে শনিবার থেকে পড়াশোনা ও ঝড়-বৃষ্টি কমে আবহাওয়া শুষ্ক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।চেন্নৈ শেষে কার্লোবোশারি ফ্রন্টিয়েটের রাজ্যবাসী। সর্বোচ্চ আর্দ্রতার পরিমাণ ১০০ শতাংশে পৌঁছে যাওয়ার অবশিষ্টতার ব্যাপস গর্মে অনুভূত হতে পারে বলেও জানানো হয়েছে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৮ শত করা এবং সর্বনিম্ন ৮০ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টি ইমনি আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০১ টা ৫১ মিনিট।
ভাটা-দুপুর ১১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫০ মিনিট।
সূর্যউদয়ঃ সকাল ৫টা ৪১মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৫মিনিটে হতে পারে।

শান্তিপূর্ণ,ভয়মুক্ত ছাপ্পা মুক্ত, হিংসা মুক্ত ভোটের বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১০ এপ্রিল : বিধান সভা ভোটের দিনক্ষণ ঠিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই , কেন্দ্র ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সম্মানিত শিল্পী উস্তর স্বপন দত্ত বাউল গানে শান্তিপূর্ণ ভোট বার্তায জেলায় জেলায় ঘুরছেন।। ভবানীপুর সহ কলকাতায় বিভিন্ন জেলায় ভোট প্রচারে প্রথমাংশ পেয়ে ১৭ টি জেলা ঘুরে এবার আরামবাগে বাস স্ট্যাণ্ডে, রেল স্টেশন, এস ডি ও অফিস চত্বরে ও জমজমাট এলাকায় ঘুরে ঘুরে বাউল গানে শান্তিপূর্ণ ভোটের বার্তা দেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত, সম্মানিত, আশীর্বাদ ধন্য উপস্থার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী উস্তর স্বপন দত্ত বাউল গানে গানে বলেন , শান্তিপূর্ণ ভোট দাও কেউ শান্তি ভঙ্গ করবেন না। নিজের ভোট নিজে দাও। নির্ভয়ে ভোট দাও। ভোট দানে কেউ পিছু হেঁটো না। কেউ ভোট নষ্ট করোে না। একটি ভোটের মূল্য অনেক। বক্তব্যে স্বপন দত্ত বাউল বলেন গনতন্ত্রের উপর আস্থা ভরসা রাখুন। অবাধ পক্ষপাতহিন ভোট করতে হবে। ধর্ম জাতি ভেদা ভেদ কেউ কোরো না। সকলেই শান্তিপূর্ণ ভোটের অঙ্গীকার করো। দুর্গাপূজা ঈদের মত ভোট আমাদের বড় উৎসব । ভোটের দিনে যেনো কোনো প্রাণহানি না ঘটে প্রাণহানি মুক্ত ভোট করতে হবে। স্বপন বাউল বলেন, এর আগে আমি পঞ্চায়েত ভোট ও পৌরসভা ভোট সচেতন করছি।

ভোটের মুখে ইডির তলবের মুখে বিধাননগরের সুজিত বসু ও মধ্যমগ্রামের রথীন ঘোষ-রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১০ এপ্রিল : বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে আবারও সক্রিয় হয়ে উঠল এনোফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক প্রাণীর বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়া জোরদার করায় নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ ছাড়িয়েছে রাজ্যে। এবার ইডির তলবের তালিকায় রয়েছেন বিধাননগর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রাণী সুজিত বসু এবং মধ্যমগ্রাম কেন্দ্রের প্রাণী রথীন ঘোষ। দু’জনকেই শনিবার সন্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই নিয়ে সুজিত বসুকে তৃতীয়বার এবং রথীন ঘোষকে দ্বিতীয়বার নোটিস পাঠানো হল বলে জানা গিয়েছে।

ইডি সূত্রে খবর, পুরনিয়োগ সংক্রান্ত দুনীতি মামলায় সুজিত বসুকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে। এর আগেও তাঁকে দু’বার তলব করা হয়েছিল। তবে প্রতিবারই তিনি ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক ব্যস্ততার কথা জানিয়ে হাজিরা দিতে পারেননি। বর্তমানে নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত থাকার কারণে এবারও হাজিরা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার ইডিকে পাঠানো এক চিঠিতে সুজিত বসু স্পষ্ট করে জানান যে, ভোটের আগে তাঁর পক্ষে সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়ে হাজিরা দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেন,



দেওয়া হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার অভ্যন্তরীণ সূত্রে জানা যাচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ প্রাণীরা এডিয়ে যান, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। ফলে পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে উঠছে রাজনৈতিক মহলে। অন্যদিকে, মধ্যমগ্রাম কেন্দ্রের তৃণমূল প্রাণী রথীন ঘোষও ইডির নজরে রয়েছেন। জমি দখল সংক্রান্ত একটি মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত

চলছে। গত বুধবার তাঁকে প্রথমবার তলব করা হলেও তিনি সেদিন হাজির হননি। এরপর দ্বিতীয়বার তাঁকে শনিবার হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও সূত্রের খবর, তিনিও ভোটের প্রচারে ব্যস্ত থাকায় এই মুহূর্তে হাজিরা দিতে পারবেন না বলে গিয়েছে।

জানিয়ে দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে পরপর তৃণমূলের দুই গুরুত্বপূর্ণ প্রাণীরা এডিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, ভোটের মুখে বিরোধীদের চাপে ফেলে দেওয়ার জন্যই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাঁদের মতে, এটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপ। যদিও এই অভিযোগের

বডি বিল্ডিংয়ে ত্রিমুকুট জয়ী অরিন্দম



।মলয় সূরঃ যতটা সম্ভব তেল ছাড়া সেদ্ধ খাবার খেতেন, বাহিরের জাক ফুড এড়িয়ে চলা এবং নিয়মিত কমপক্ষে চার ঘণ্টা ঘুম। সুস্থ শরীর আর সতেজ মনের এটাই চাবিকাঠি বলে মনে করেন ভদ্দেশ্বরের অরিন্দম রায় চৌধুরী। ২০১০ সালে দক্ষিন ভারিতে পন্ডিচেরিতে ৬০ কেজি বিভাগে জুনিয়র মিস্টার ইন্ডিয়া বডি বিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপে বালার হয়ে সোনা জয় করেন হুগলির ভদ্দেশ্বরের অরিন্দম। এরপর ২০১৬-তে ইনকাম ট্যাক্স অফিসের বেঙ্গল সার্কেলে পুনেতে আয়োজিত ৭০ কেজি বিভাগে মিস্টার ইন্ডিয়াতে চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করেন। ২০১৬-তে কলকাতায় ধর্মতলায় আয়কর ভবনের নিজস্ব বিল্ডিংয়ে ৭০ কেজি ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস তৈরি করেন ভদ্দেশ্বরের বরাদাত কৃষ্ণপট্টর বডি বিল্ডার অরিন্দম। এই প্রতিযোগিতায় ভারত-সহ মোট আটটি দেশের প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেন। সেখানে একের পর এক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বধ করে অরিন্দম স্বর্ণপদক জয় করেন। তিনি জানান, আমার জীবনের এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত, আমার বাড়ির সদস্যরা ও পাড়ার শুভাকাঙ্ক্ষীদের সর্থন না থাকলে এই সাফল্য সম্ভব হতো না, তাঁদের প্রতি সে চির কৃতজ্ঞতার অর্পনদের বাবা বিভাস রায় চৌধুরী অরিন্দমের শৈশবে মারা যান। অরি দন্দমের ছোটবেলা খুব দারিদ্রের মধ্যে কেটেছে। শারীরিক দুর্বলতা কাটাতে এক চিকিৎসক তাকে ব্যায়ামের পরামর্শ দেন, তার পরেই শরীরচর্চা শুরু করেন। যদিও এর আগে ক্যারাটে বা তায়কোন্ডো অনুশীলন করতেন। ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে চন্দননগর ফিজিক্যাল কালচারাল বিবেকানন্দ স্পোর্টস ক্লাবে প্র্যাকটিস শুরু করেন। পরে বডি বিল্ডিংয়ে নিয়মিত অনুশীলন শুরু হন। রাজ্যস্তরে ১২ বার বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হন। ২০১২ সালে কলকাতায় গভর্নমেন্ট প্রেস –এর ইনকাম ট্যাক্স অফিসে চাকরি পান। বর্তমানে চন্দননগর বাগবাজারে তাঁর একটি জিম আছে, সেখানে জিমের প্রশিক্ষক অরিন্দম। অরিন্দমের স্বপ্ন মনোহর আইচের মতো বডি বিল্ডিংয়ে আরও সাফল্য পাওয়া। স্বর্ণপদক জয়ী বলেন, শরীরচর্চার মাধ্যমে সুস্থ ও ফিট থাকা আমাদের দিলে লক্ষ্য। বেশিরভাগ মাঝে খাদ্যাভ্যাসে সচেতন নন।

বডি বিল্ডিংয়ের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ঠিক রাখার মূল মন্ত্র হলো তেল ছাড়া সেদ্ধ খাবার। তাঁর কোন ছিলেন নীলাঞ্জন ঘোষ (জয়ান) এবং স্পেন জি। প্রতিদিন প্রোটিন হিসাবে সারাদিনে ৮০০ গ্রাম চিকেন, ২৬টি ডিম, ২ কাপ ভাত, মরশুমী ফলা। রাত সাড়ে দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন ও তোরবেলা তিনি উঠে দুগুট। শরীরচর্চা করতেন, আবার সন্ধ্যায় দু’ঘণ্টা জিমে সময় কাটান। চন্দননগর বাগবাজারে তাঁর নিজস্ব মাল্টিজিমে রয়েছে, সেখানে প্রশিক্ষক হিসাবে রয়েছেন এবং নিজেও প্র্যাকটিস করেন। বডি বিল্ডিং করছি বলেই এই কড়া রুটিন মেনে চলি তবে সাধারণ মানুষও যদি তেল ছাড়া সেদ্ধ খাবার খান, তবে অনেক দিন পর্যন্ত সুস্থ ও সুন্দর থাকতে পারবেন।

ভোটের মুখে রেশন দুনীতি মামলায় ইডির চিরুকনি তল্লাশি, কলকাতা-সহ ১২ জায়গায় অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১০ এপ্রিল : বিধানসভা নির্বাচনের আর মাত্র দু’সপ্তাহ বাকি। তারই মধ্যে ফের সক্রিয় হয়ে উঠল এনোফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বহুদিন ধরে চলা রেশন দুনীতি মামলাতে তদন্ত নতুন করে গতি আনতে শুক্রবার ভোর থেকেই কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক জেলায় একযোগে তল্লাশি অভিযান চালালে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। মোট ১২টি জায়গায় এই অভিযান চালানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে, যা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, রেশন দুনীতি মামলার শিকড়ে পৌঁছেত এই তল্লাশি অভিযান। গত কয়েক বর্ষ ধরে এই মামলার তদন্ত চলছে।

ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী অভি্যুতিপ্রিয় মল্লিক-সহ একাধিক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। যদিও পরে তাঁরা জামিনে মুক্তি পান, তবুও তদন্ত এখনও শেষ হয়নি। তদন্তকারীদের দাবি, এই দুনীতির জাল আরও বিস্তৃত এবং তার সঙ্গে জড়িত একাধিক ব্যবসায়ী ও মধ্যস্থতাকারীর খোঁজ মিলছে ধীরে ধীরে।শুক্রবার ভোর হতেই ইডির একাধিক দল পৃথকভাবে অভিযানে নানো। কলকাতার বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি বনগাঁও, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া-সহ মোট ১২টি স্থানে একযোগে হানা দেওয়া হয়। শহরের পোদ্দার কোর্টের একটি ব্যবসায়িক ঠিকানায় তল্লাশি চালানো হয়। পাশাপাশি মিষ্টো পার্কে এক ব্যবসায়ীর একাধিক

অফিস এবং লর্ড সিনহা রোডে তাঁর বাসভবনেও তল্লাশি চালান ইডি অধিকারিকরা। বিভিন্ন জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং ডিজিটাল তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে খবর। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এই অভিযানের সূত্র মিলেছে একে, গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির জিজ্ঞাসাবাদ রকো। তাকে জেরা করের একাধিক ব্যবসায়ীর নাম সামনে আসে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই এই তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। ইডির অধিকারিকরা মনে করছেন, এই পর্বতীতে এই মামলার তদন্তভার পায় ইডি। তারপরই একে একে সামনে আসে একাধিক প্রভাবশালী নাম। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, ব্যক্তি-রমান, শংকর আচার্য-সহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

নদিয়া জেলায় ঘটে যাওয়া একটি ঘটনায় সে সময় ৭৬২ কিলোগ্রাম কালোবাজারি করা আটা উদ্ধার হয়, যা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রথমে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের হয় এবং পরে তদন্তে উঠে আসে আরও বড় চক্রের ইঙ্গিত। অভিযোগ, রেশন ব্যবস্থার আওতায় থাকা গমের ২০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত সরিয়ে নিয়ে তা সরকারি ছাপ দিয়েই কাণোবাজারে বিক্রি করা হত। এই বিপুল অর্থের লেনদেনেই তদন্তের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। পর্বতীতে এই মামলার তদন্তভার পায় ইডি। তারপরই একে একে সামনে আসে একাধিক প্রভাবশালী নাম। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, ব্যক্তি-রমান, শংকর আচার্য-সহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

যদিও মামলার তদন্ত এখনও চলমান এবং আরও নতুন তথ্য সামনে আসছে। ভোটের আগে এই ধরনের তল্লাশি অভিযান রাজনৈতিক মহলেও আলোড়ন তৈরি করেছে। শাসক শিবির বিষয়টির রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই দাবি করছে, অন্যদিকে তদন্তকারী সংস্থা চলেছে কাজে জানিয়েছে। সব মিলিয়ে, নির্াচনের প্রাক্কালে রেশন দুনীতি মামলায় ইডির এই তপরতা রাজ্যের রাজনৈতিক আবহকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে। এখন দেখার, এই তদন্ত কোন নতুন দিক উন্মোচন করে এবং তার প্রভাব ভোটের ময়দানে কতটা পড়ে।

এসআইআর আতঙ্কে মগরাহাটে মৃত্যুর অভিযোগ, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ায় চরম উদ্বেগে সাধারণ মানুষ

দক্ষিণ ২৪ পরগনা,১০এপ্রিল : ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার আতঙ্কে রাজ্যভূড়ে উদ্বেগ ক্রমশই বাড়ছে। এসআইআর প্রক্রিয়াকে ঘিরে তৈরি হওয়া এই অনিশ্চয়তা ইতিমধ্যেই বহু মানুষের মনে গভীর দৃশ্চিন্তার সৃষ্টি করেছে। সেই আতঙ্কের আবহেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং কার্যকারিতা নিয়ে। মৃতের পরিবার এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার মানসিক চাপই শেষ পর্যন্ত প্রাণ কেড়ে নিল ওই ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম মাহমুদ গাজি, বয়স ৪৬। তিনি মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা এলাকার বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়ার সময় মগরাহাটের ১৫৮ নম্বর বুথের ভোটার তালিকা থেকে তাঁর এবং তাঁর ছেলের নাম বাদ পড়ে যায়। বিষয়টি সামনে আসার পর তাঁরা

শালিমার স্টেশনে জিআরপির বিশেষ অভিযান

সুমন আদক : হাওড়ার শালিমার স্টেশনে জিআরপির বিশেষ অভিযানে বিদেশি মুদ্রা সহ নেপালি নাগরিক গ্রেফতার, প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে সূত্রের খবর। জিআরপি এর বিশেষ অভিযানে হাওড়ার দক্ষিণ-পূর্ব রেলের শালিমার স্টেশন থেকে বিদেশি মুদ্রা সহ এক নেপালি নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযুক্তের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ইউরো, ডলার এবং নেপালি মুদ্রা উদ্ধার করা হয়েছে যার ভারতীয় বাজার মূল্য আনুমানিক ২৬ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পাটনা-শালিমার দূরন্ত এক্সপ্রেস থেকে নামার পর সন্দেহজনক কার্যকলাপের জন্য শালিমার জিআরপি ওই ব্যক্তিকে প্রথমে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদে তার পরিচয় জানা যায় তিনি নেপালের বাসিন্দা ইন্দ্র বাহাদুর কাটওয়াল। তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা উদ্ধার হয়।

বিজেপির প্রচার মিছিল ঘিরে সংঘর্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১০ এপ্রিল : ভোটের আবহে হুগলির পুরনুশায়া উত্তপ্ত হয়ে উঠল রাজনৈতিক পরিস্থিতি। বিজেপির একটি প্রচার মিছিলকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। দু’পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় অন্তত ১০ জন জখম হয়েছেন।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার পুরশুড়ার কেলোপাড়া এলাকায় বিজেপির প্রাণী বিমান ঘোষকে সামনে রেখে একটি প্রচার মিছিল বের হয়। কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মিছিলটি এলাকার বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরে জনসংযোগ করছিল। সেই সময় মিছিলটি কেলোপাড়া পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শ্রীকান্ত মালিকের বাড়ির সামনে গিয়ে যাওয়ার সময় পরিস্থিতি আচমকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, ওই সময় তৃণমূলের কিছু কর্মী বিজেপির মিছিলকে লক্ষ্য করে কিছুটা ও গালিগালাজ করেন। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে আসেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। এরপরই পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে যায়।

বিজেপির অভিযোগ, প্রতিবাদ করতই তৃণমূলের লোকজন লাঠি, বাঁশ এবং ইঁট নিয়ে তাদের উপর হামলা চালায়। হঠাৎ আক্রমণে বহু কর্মী-সমর্থক আহত হন বলে দাবি বিজেপির। তাদের অভিযোগ, মহিলা কর্মীরাও রেহাই পাননি এবং তাদের উপরও হামলা চালানো হয়েছে। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ উল্টো অভিযোগ আনা হয়েছে। তাদের দাবি, বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরাই প্রথমে আক্রমণ নিয়ে। এবং পরে লাঠি, রড ও ইঁট নিয়ে হামলা চালায়। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি প্রাণী বিমান ঘোষ নিজে উপস্থিত থেকে এই হামলায় নেতৃত্ব দেন। এমনকি স্থানীয় মহিলাদেরও মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূলেরা। ঘটনার জেরে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দুই পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি ও সংঘর্ষের ফলে অন্তত ১০ জন জখম হন। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে কারও কারও অবস্থা আশঙ্কাজনক বলেও জানা গিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং শুনানির জন্যও ডাকা হয় তাদের। অভিযোগ, সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়ার পরেও শেষ পর্যন্ত তাদের নাম সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পরিবারের দাবি, ভোটার তালিকায় নাম পুনরর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মাহমুদ গাজি একাধিক দপ্তরের দরজায় দরজায় ঘুরেছেন। প্রশাসনিক জটিলতা এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশের দিনটির অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। কিন্তু সেই তালিকাতেও নিজের এবং ছেলের নাম না দেখে চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এমনতাবস্থায় বৃহস্পতিবার আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন মাহমুদ গাজি। জানা গিয়েছে, তিনি ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। তড়িঘড়ি তাঁকে ডায়ালিস হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। শুক্রবার

সকালে হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। মৃতের পরিবার সরাসরি নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা থেকে প্রশ্ন তুলেছে। তাঁদের অভিযোগ, প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়ার পরেও কীভাবে তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ল, তার কোনও সন্তোষজনক উত্তর তাঁরা পাননি। প্রতিবেশীরাও এই ঘটনায় ক্ষেভ প্রকাশ করছেন এবং গোটা বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলেছেন। উল্লেখ্য, এর আগেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত্রে এসআইআর প্রক্রিয়াকে ঘিরে আতঙ্কের কারণে মৃত্যুর অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। বিরোধীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের একাংশও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। যদিও কমিশনের তরফে এই ধরনের অভিযোগ স্বীকার করা হচ্ছে এবং প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ বলেই দাবি করা হয়েছে।

চন্দননগরে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার

বনস্পতি দে, চন্দননগর হুগলি, ১০ এপ্রিল : শুক্রবার ভোররাত্রে চন্দননগর সংপ্লব্দ দিল্লি রোডে একটি রুদ্ধশ্বাস অভিযানের পর মাদক ভর্তি একটি ট্রাকটি আটক করা হয়। ওড়িশা থেকে বাহায়া পাচারের পথে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল সিআইডি। ময়দানে চন্দননগর থানার পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে প্রায় ১৩২.৮৬ কেজি গাঁজা। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে দুই পাচারকারীকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর ছিল ওশিার বালাসোর থেকে একটি পণ্যবাহী ট্রাকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা নদিয়ার করিমপুরের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই দিল্লি রোডের শ্রেতপুর এলাকায় ও পেতে ছিল সিআইডি এবং চন্দননগর পুলিশের একটি বিশেষ দল। রাত তিনটে নাগাদ সন্দেহভাজন ট্রাকটি এলাকায় আসতেই পুলিশ সেটিকে ধামতে বলে। কিন্তু নাকা চেকিং শেষে ট্রাকটি গতি বাড়িয়ে চন্দননগরের দিকে পালানোর চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে থাওয়া করে পুলিশ। সঙ্গে পর্যন্ত চন্দননগর রেল ওভারব্রিজ পার হয়ে কোল্‌পুকুর এলাকায় পৌঁছালে পুলিশ একটি ট্রাককে রাস্তার মাঝখানে আড়াআড়িভাবে দাঁড়করিয়ে দেয়।

NOTICE INVITING TENDER
Short Notice tender is invited by the undersigned for the works: "Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e BHaratiya Vdya Bhavan of 115 Duttabadh Nagar, Sec-III, Salt Lake, PS-Bidhannagar (S), BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 24.04.2026) (Ref. Id - 20007345)."
Tender No: NIQ No-31/Q Bidhannagar Electrical Division of 2026-27. Bid Submission end date: **13.04.2026 up to 05:30 P.M.** Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in**.
Sd/- Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division

NOTICE INVITING TENDER
Short Notice tender is invited by the undersigned for the works: 1."Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e Devaki Memorial Institute, PS-Rajarhat, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 16.04.2026) (Ref. Id - 20012118)."
Tender No: NIQ No-28/Q of Bidhannagar Electrical Division of 2026-27
2. "Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e Salt Lake Shiksha Niketan, Salt Lake, Sector-V, PS-Electronic Complex, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 16.04.2026) (Ref. Id - 20012118)."
Tender No: NIQ No-30/Q of Bidhannagar Electrical Division of 2026-27 Bid Submission end date: **13.04.2026 up to 05:30 P.M.** Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in**.
Sd/- Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division

NOTICE INVITING TENDER
Short Notice tender is invited by the undersigned for the works: "Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e Krishnapur J.N.M.C High School, PS-New Town, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 16.04.2026) (Ref. Id - 20008724)."
Tender No: NIQ No-25/Q of Bidhannagar Electrical Division of 2026-27
2. Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e NORTH POINT SENIOR SECONDARY BOARDING SCHOOL , PS-Rajarhat, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 16.04.2026) (Ref. Id - 20009897)
Tender No: NIQ No-26/Q of Bidhannagar Electrical Division of 2026-27
3. Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e NATIONAL COLLEGE OF EDUCATION, PS-Rajarhat, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 16.04.2026) (Ref. Id - 20009899)
Tender No: NIQ No-27/Q of Bidhannagar Electrical Division of 2026-27 Bid Submission end date: **13.04.2026 up to 05:30 P.M.** Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in**.
Sd/- Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division

NOTICE INVITING TENDER
Short Notice tender is invited by the undersigned for the works: "Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e EC Labanhdar School, Salt Lake, Sec-I, PS-Bidhannagar (N), BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 16.04.2026) (Ref. Id - 20012129)."
Tender No: NIQ No-24/Q of Bidhannagar Electrical Division of 2026-27. Bid Submission end date: **13.04.2026 up to 05:30 P.M.** Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in**.
Sd/- Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division

NOTICE INVITING TENDER
Short Notice tender is invited by the undersigned for the works: "Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e BD GOVT. SCHOOL, SALT LAKE, SECTOR-I, PS-Bidhannagar (N), BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 13.04.2026) (Ref. Id-20012127)."
Tender No: NIQ No-22/Q of Bidhannagar Electrical Division of 2026-27. Bid Submission end date: **13.04.2026 up to 10:30 A.M.**Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in**.
Sd/- Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
উপ-প্রধান ঐদ্যুতিক প্রকৌশলী, মেকানিক্যাল গ্রুপকর্পস, এন.ই. রেলওয়ে, পোরাপুর্ন, ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তদন্ত হিসেবে নিম্নলিখিত কাজের জন্য অন্ধানিকা (ই-টেন্ডারিং) পদ্ধতিতে উদ্ভুক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করবেনঃ
টেন্ডার নং ও কাজের বিবরণঃ EL-MWS-GKP-2026-27-02 , গোয়াখপুর্নের মেকানিক্যাল গ্রুপকর্পসে ক্র্যান অপারেশনের জন্য দুই বছরের জন্য ট্রলিফ শট্টার ভাড়া, আনুমানিক মূল্যঃ ২৫,১৪,৪২৮.০০ টাকা, ই.এম.টি. অর্থঃ ৫০,৩০০- টাকা, টেন্ডার ডকুমেন্টের মূল্যঃ ০.০০, সমাপ্তিপর্যন্ত ইমুর জারিজ / কাজ সম্পন্ন করার সময়কালঃ ২৪ মাস।
অন্ধানিকের ই-টেন্ডার ৩৮,০৪.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.০০ টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে। সম্পূর্ণ বিবরণ এবং নমুনা জমা দেওয়ার জন্য অনাড়ম্বর করে অবগত রাখা হলঃ
১.প্রধান ঐদ্যুতিক প্রকৌশলী (ডব্লিউ/এস) সিগিমা৩/ই.এল-১১
২.প্রধান ঐদ্যুতিক প্রকৌশলী (ডব্লিউ/এস) সিগিমা৩/ই.এল-১১
ট্রেনে দায়ব্ধি বহন নিয়ম গ্রহণ করবেন না।

চাষবাস

একই জমিতে একাধিক ফসল-অন্তর্বর্তী চাষে কৃষকের আয় দ্বিগুণের সম্ভাবনা

বর্তমান বিশ্বে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের চাহিদাও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এই বাড়াতি চাহিদা মেটাতে কৃষিক্ষেত্রে উপাদান বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি হল, অধিকাংশ কৃষকের জমির পরিমাণ সীমিত। ফলে একই জমি থেকে বেশি উপাদান পাওয়ার জন্য প্রয়োজন আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহারা। এই প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তী চাষ ব্যবস্থা এক নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে দিয়েছে। অন্তর্বর্তী চাষ হল এমন একটি কৃষি পদ্ধতি যেখানে একই জমিতে একই সময়ে দুই বা ততোধিক ফসল চাষ করা হয়। এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হল জমির প্রতিটি অংশের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে উপাদান বৃদ্ধি করা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই পদ্ধতিতে একটি ফসলের খরচেই একাধিক ফসল উপাদান সম্ভব হয়, ফলে কৃষকের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এই পদ্ধতির অন্যতম বা সুবিধা হল, এটি কৃষকের আর্থিক ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। যদি কোনও একটি ফসল প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা রোগ-পোকার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে অন্য ফসলগুলি থেকে আয় পাওয়া যায়। ফলে কৃষক সম্পূর্ণভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হন না। অন্তর্বর্তী চাষ ব্যবস্থার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা। একই জমিতে বারবার একই ফসল চাষ করলে মাটির পুষ্টিগুণ কমে যায় এবং

মাটির গঠন নষ্ট হয়। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ফসল একসঙ্গে চাষ করলে মাটির পুষ্টির ভারসাম্য বজায় থাকে। বিশেষ করে দানাশস্যের সঙ্গে ডালশস্য চাষ করলে মাটিতে নাইট্রোজেনের



পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যা মাটির উর্বরতা বাাড়ে সাহায্য করে। অন্তর্বর্তী চাষ সাধারণত দুই ধরনের হয়-সংযোজিত এবং প্রতিস্থাপিত। সংযোজিত অন্তর্বর্তী চাষে একটি প্রধান ফসল থাকে এবং তার গাছের সংখ্যা নির্দিষ্ট রাখা হয়। সেই সঙ্গে অতিরিক্ত জায়গায় অন্যান্য ফসল চাষ করা হয়। এতে মূল ফসলের উপাদনে কোনও প্রভাব পাবে না, বরং অতিরিক্ত ফসল থেকে বাতি আয় হয়। ভারতের কৃষকদের মধ্যে এই পদ্ধতি বেশি জনপ্রিয়। আনাদিকে, প্রতিস্থাপিত অন্তর্বর্তী চাষে সব ফসলকে সমান গুরুত্ব

দেওয়া হয়। এখানে জমিতে বিভিন্ন ফসলের গাছের সংখ্যা পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয় যাতে প্রতিটি ফসল পর্যাপ্ত জায়গা ও পুষ্টি পায়। তবে এই পদ্ধতিতে সফল হতে গেলে কিছু

পারস্পরিক ক্ষতিকর প্রভাব নেই। কিছু ফসল এমন রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে যা অন্য ফসলের বৃদ্ধিকে বাধা দেয়। তাই সঠিক ফসলের সংমিশ্রণ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চতুর্থত,



গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, এমন ফসল নির্বাচন করতে হবে যাদের বৃদ্ধি ও পরিপক্বতার সময় আলাদা। যদি সব ফসল একই সময়ে বৃদ্ধি পায়, তাহলে তারা জল, আলো ও পুষ্টির জন্য একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে, ফলে উপাদান কমে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, ফসলগুলির শিকারে গভীরতা ভিন্ন হওয়া উচিত। এতে মাটির বিভিন্ন স্তর থেকে তারা পুষ্টি গ্রহণ করতে পারবে এবং সম্পদের অপচয় কম হবে। তৃতীয়ত, এমন ফসল নির্বাচন করতে হবে যাদের মধ্যে

জমিতে গাছের ঘনত্ব সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অতিরিক্ত ঘনত্ব হলে সূর্যালোক সঠিকভাবে পৌঁছাবে না এবং গাছের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হবে। অন্তর্বর্তী চাষের বিভিন্ন সুবিধার মধ্যে অন্যতম হল কৃষক একাধিক উস থেকে আয় করতে পারেন। এতে তাঁদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া এই পদ্ধতি সম্পদের সঠ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত করে। জল, সার এবং সূর্যালোকের মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলির সর্বোচ্চ ব্যবহার

সম্ভব হয়। অনেক সময় দেখা যায়, একক ফসল চাষে এই সম্পদগুলির অপচয় হয়, কিন্তু অন্তর্বর্তী চাষে তা কমে যায়।আগাছা নিয়ন্ত্রণেও এই পদ্ধতি কার্যকর। জমিতে একাধিক

ফসল থাকলে আগাছা জমানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকে না। ফলে আগাছার পরিমাণ কমে যায় এবং অতিরিক্ত শ্রম বা রাসায়নিক ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। রোগ ও পোকামাক। নিয়ন্ত্রণেও অন্তর্বর্তী চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একক ফসল চাষে নির্দিষ্ট রোগ বা পোকামাক। সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু একাধিক ফসল থাকলে সেই বিস্তার বাধাগ্রস্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, তুট্টার সঙ্গে ডালশস্য চাষ করলে পোকামাক।রে আক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম হয়। সব মিলিয়ে বলা যায়, অন্তর্বর্তী চাষ ব্যবস্থা বর্তমান কৃষি ব্যবস্থার জন্য একটি অত্যন্ত কার্যকর ও টেকসই পদ্ধতি। এটি শুধু উপাদান বাায় না, বরং কৃষকের আয় বৃদ্ধি, মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা, সম্পদের সঠিক ব্যবহার এবং পরিবেশবান্ধব কৃষির ব্যবস্থার প্রসার ঘটায়। ভবিষ্যতে খাদ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য এই পদ্ধতির আরও ব্যাপক প্রচলন প্রয়োজন। সঠিক প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার মাধ্যমে কৃষকেরা যদি এই পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারবে এবং জমিতেও তারা বেশি উপাদান করে নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারবেন।

কালবৈশাখীর দাপটে পিঁয়াজ ও বোরোধান চাষে ধাক্কা, ক্ষতির আশঙ্কায় দুশ্চিন্তায় কৃষকরা

কালবৈশাখীর ঝড়বৃষ্টি ও বিক্ষিপ্ত শিলাবৃষ্টির জোরে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাঁচেরা ও সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় কৃষিক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে পিঁয়াজ ও বোরোধান চাষে এর প্রভাব পাতে পারে বলে উদ্বিগ্ন স্থানীয় কৃষকরা। যদিও উদ্বিগ্ন স্থানীয় কৃষকরা। যদিও প্রশাসনের তরফে ক্ষতির মাত্রা নিয়ে ভিন্ন খত প্রকাশ করা হয়েছে, তবুও মাঠের চিত্র বলছে অন্য কথা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কাটোয়ার সুদপুর, টিকর খাজি, পলসোনা, কোয়ারা, দোনা ও মেজিয়ারি অঞ্চলে ঝড়বৃষ্টির তীব্রতা বেশি ছিল। অনেক জয়গায় শিলাবৃষ্টিও হয়েছে, যার ফলে ফসলের উপর সরাসরি প্রভাব পাচ্ছে। বিশেষ করে খানিদি সংলগ্ন বিস্তীর্ণ পিঁয়াজ চাষের জমি জলমগ্ন হয়ে পাচ্ছে। বিঘার পর বিঘা জমিতে দাঁিয়ে থাকা পিঁয়াজ এখন জলের তলায়। এই পরিস্থিতিতে কৃষকরা মরিয়া হয়ে জলের নিচ থেকে পিঁয়াজ তুলে যতটা সম্ভব রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু অতিরিক্ত জল জমে থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই ফসল পচে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ফলে উপাদান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে মনে করছেন চাষিরা।

পলসোনা অঞ্চলের স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, শুধুমাত্র এই অঞ্চলেই প্রায় ৩০০ বিঘা পিঁয়াজ জমি জলমগ্ন হয়ে পাচ্ছে। তারা ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আশ্রয় করে পিঁয়াজ ও বোরোধান চাষে এর প্রভাব পাতে পারে বলে উদ্বিগ্ন স্থানীয় কৃষকরা। যদিও প্রশাসনের তরফে ক্ষতির মাত্রা নিয়ে ভিন্ন খত প্রকাশ করা হয়েছে, তবুও মাঠের চিত্র বলছে অন্য কথা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কাটোয়ার সুদপুর, টিকর খাজি, পলসোনা, কোয়ারা, দোনা ও মেজিয়ারি অঞ্চলে ঝড়বৃষ্টির তীব্রতা বেশি ছিল। অনেক জয়গায় শিলাবৃষ্টিও হয়েছে, যার ফলে ফসলের উপর সরাসরি প্রভাব পাচ্ছে। বিশেষ করে খানিদি সংলগ্ন বিস্তীর্ণ পিঁয়াজ চাষের জমি জলমগ্ন হয়ে পাচ্ছে। বিঘার পর বিঘা জমিতে দাঁিয়ে থাকা পিঁয়াজ এখন জলের তলায়। এই পরিস্থিতিতে কৃষকরা মরিয়া হয়ে জলের নিচ থেকে পিঁয়াজ তুলে যতটা সম্ভব রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু অতিরিক্ত জল জমে থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই ফসল পচে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ফলে উপাদান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে মনে করছেন চাষিরা।

জল দ্রুত নেমে যাবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তিনি। এই দ্বিমত সত্ত্বেও, বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ কাঁছে না কৃষকদের মধ্যে। কারণ, পূর্বস্থলী ১ ও ২ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায়



এখনও পিঁয়াজ তোলা চলছে। অনেক জমিতে পিঁয়াজ এখনও তোলা হয়নি এবং জমিতেই পাবে রয়েছে। এই অবস্থায় হঠাৎ অতিরিক্ত বৃষ্টি ও ঝড় ফসলের ক্ষতির সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিচ্ছে। একজন স্থানীয় কৃষক জানান, শিলাবৃষ্টি খুব বেশি না হলেও প্রবল বৃষ্টি ও ঝড়ের কারণে ফসলের ক্ষতি হবে পারো। বিশেষ করে পিঁয়াজ ও ধানের মতো

সংবেদনশীল ফসলের ক্ষেত্রে এই ধরনের আবহাওয়ার প্রভাব দ্রুত দেখা যায়। ফলে চাষিরা এখন দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। এদিকে কাটোয়ার গ্রামের অঞ্চলের বরমপুর আলমে ঝড়ের তাণ্ডে এক

নতুন করে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁিয়েছে। একদিকে ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা, অন্যদিকে ঋণের বোঝা-এই দ্বৈত চাপের মধ্যে পাবে অনেক কৃষকই অনিশ্চয়তার মুখে। প্রশাসনের তরফে ক্ষয়ক্ষতির

নতুন করে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁিয়েছে। একদিকে ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা, অন্যদিকে ঋণের বোঝা-এই দ্বৈত চাপের মধ্যে পাবে অনেক কৃষকই অনিশ্চয়তার মুখে। প্রশাসনের তরফে ক্ষয়ক্ষতির নতুন করে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁিয়েছে। একদিকে ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা, অন্যদিকে ঋণের বোঝা-এই দ্বৈত চাপের মধ্যে পাবে অনেক কৃষকই অনিশ্চয়তার মুখে। প্রশাসনের তরফে ক্ষয়ক্ষতির

ত্রিপুরায় পর্যাণ্ড মজুত রয়েছে পেট্রোল-ডিজেল-গ্যাস,চিন্তা নেই



আগরতলা, ১০ এপ্রিল (হি.স.)ঃ ত্রিপুরায় পেট্রোল, ডিজেল, এলপিগিজ সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানাল খাদ্য, জনসংবরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দফতর। শনিবার দফতরের প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানান খাদ্য দফতরের বিশেষ সচিব দেবপ্রিয় বর্মন। তিনি বলেন, রাজ্যে প্রতিদিন জ্বালানি ও অন্যান্য অত্যাাবশ্যকীয় পণ্যের মজুত এবং সরবরাহের পরিস্থিতি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। বর্তমানে বোধজবনগর এলপিগিজ প্ল্যান্ট থেকে পাঁচটি জেলায় এবং শিলাচর প্ল্যান্ট থেকে বাকি তিনটি জেলায় এলপিগিজ সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ সচিব দেবপ্রিয় বর্মন আরও জানান, ধর্নদপরে অবস্থিত আইওসিএল-এর ডিপো সহ রাজ্যের সমস্ত পেট্রোল পাম্পে পর্যাপ্ত পরিমাণে জ্বালানির মজুত রয়েছে। ফলে এলপিগিজ সিলিভারের সম্ভাব্য সংকট নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। তিনি ভোক্তাদের গুজবে কান না দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। বর্তমান বাজারদরের প্রসঙ্গে তিনি জানান, ১৯ কেজি ওজনের কমার্শিয়াল এলপিগিজ গ্যাসের মূল্য ২,৫৮৭ টাকা এবং ১৪.২ কেজি ওজনের

ডোমেস্টিক এলপিগিজ সিলিভারের মূল্য ১,০৭৬ টাকা ৫০ পয়সা নির্ধারিত রয়েছে। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী ডিস্ট্রিবিউটররা চাহিদাপত্র জমা দিলে পর্যাপ্ত পরিমাণে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। পাশাপাশি পেট্রোল, ডিজেল ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে মহকুলা পর্যায়ে প্রশাসনিক নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। তিনি জানান, বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ৭০ হাজার পিএলপি সংযোগ রয়েছে এবং তা আরও ব্যানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের পক্ষ থেকে এলপিগিজ সরবরাহে ‘ অথেন্টিকেশন অন ডেলিভারি’ ব্যবস্থা শহরাঞ্চলে ৮০ থেকে ৯৫ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে কার্যকর করা হয়েছে। কালোবাজারি ও অসাধু ব্যবসা রূপতে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা কামনা করে তিনি বলেন, এ ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে অত্যাাবশ্যকীয় পণ্য আইনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

NAME CHANGE
I, PALAS GHARAMAI, S/O Pankaj Gharamai, residing at P.L- Santoshpur, P.O.- Barajaguli, P.S.- Haringhata, Dist.- Nadia, Pin- 741221, declare that, I have changed my religion from Hindu to Muslim and as well as have changed my name from PALAS GHARAMAI (Hindu) to PALAS GHARAMAI (Muslim) and shall henceforth be known as PALAS GHARAMAI (Muslim). As per affidavit vide SI. No. 153 before the Notary Public at Alipore on 09.04.2026, PALAS GHARAMAI (Hindu) and PALAS GHARAMAI (Muslim) is the same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Padam Chand Jain (Old Name) S/o Late Vimal Chand Nahata Residing at 5, Sailo Mukherjee Road, 4th Floor, Flat -4B, District - Howrah, Pin - 711101, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Padam Chand Nahata (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 31-03-2026, Padam Chand Jain (Old Name) and Padam Chand Nahata (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Sk Asik Billa (Old Name) S/o Sk Ruhul Kuddus Residing at Vill - Tona (Munsipara) P.o - Machibhanga P.s - Polerhat District - South 24 Parganas, Pin - 700135, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Ashik Billa (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-04-2026. Sk Asik Billa (Old Name) and Sk Ashik Billa (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Sorifa Bibi (Old Name) W/o Sk Ashik Billa Residing at Vill - Tona (Munsipara), P.o - Machibhanga, P.s - Polerhat, District - South 24 Parganas, Pin - 700135, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sorifa Khatun (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit Dated 09-04-2026. Sorifa Bibi (Old Name) and Sorifa Khatun (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Tapash Samanta, Tapas Kumar Samanta (Old Name) S/o Gangadhar Samanta Residing at Bargoda, District - Purba Medinipur, Pin - 721651, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Tapas Samanta (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 66/2026 Dated 10-04-2026. Tapash Samanta, Tapas Kumar Samanta (Old Name) and Tapas Samanta (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Dilip Konar (Old Name) S/o Nakul Chandra Konar Residing at Durgapur, Durgapur (M Corp), Durgapur Sagarbhang Colony, District - Bardhaman, Pin - 713211, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Dilip Kumar Konar (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit no 65/2026 Dated 09-04-2026. Dilip Konar (Old Name) and Dilip Kumar Konar (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Mohammad Rejaul Haque (Old Name) S/o Late Md. Dagwood Ali Mondal Residing at Kulberia, Bamangachi, Duttapukur, District - North 24 Parganas, Pin - 743248, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Md Rejaul Haque (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit no 65/2026 Dated 10-04-2026. Mohammad Rejaul Haque (Old Name) and Md Rejaul Haque (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Md Rejaul Haque S/o Late Md. Dagwood Ali Mondal Residing at Kulberia, Bamangachi, Duttapukur, District - North 24 Parganas, Pin- 743248, West, Bengal India, that my minor son who previously known as Mohammad Reedwanul Haque (Old Name) shall henceforth be known as Md Reedwanul Haque (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 64/2026 Dated 10-04-2026. I declare that my minor son Mohammad Reedwanul Haque (Old Name) and Md Reedwanul Haque (New Name) is same and one identical person.

সূচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE
I, Jhuma Dutta Mondal (Old Name) W/o Anup Mondal Residing at B-1/51, Kalyani, Near 2no Bazar, District - Nadia, Pin - 741235, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Jhuma Dutta (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit no 63/2026 Dated 10-04-2026. Jhuma Dutta Mondal (Old Name) and Jhuma Dutta (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Kibarul Haque, S/o, Enamul Haque (Old Name) Residing at Village-Chakmaharam, P.O.- Rajarampur, P.S.-Lalgola, District--Murshidabad, W.B., Pin-742151 do hereby declare that I have changed my name from - Kibarul Haque. S/o, Enamul Haque (Old Name) to , Kibarul Haque. S/o. Enamul Haque (New Name) and henceforth I shall be known as , Kibarul Haque. S/o. Enamul Haque (New Name) in all purpose, vide affidavit no. 1044 sworn before the Notary Public, Berhampore, Murshidabad Dated 09-04-2026. Kibarul Haque. S/o. Enamul Haque (Old Name) , Kibarul Haque. S/o. Enamul Haque (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি NASRINA KHATUN BIBI, স্বামী-SHIS-FUL SK, গ্রাম-Fakirpara Nabagram, পোস্ট থানা-Nabagram, জেলা - Murshidabad,W.B আমার প্রকৃত নাম-NASRINA KHATUN BIBI আমার পূরু SAKIBUL SK এর জন্ম প্রমাণ পত্রে আমার নাম-REBINA BIBI উল্লেখ আছে, গত -২৩.১২.২১ তারিখে (S.I.No- 1986) প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত,বরমপুর, মূর্শিদাদ এর এফিডেভিতে আমি - NASRINA KHATUN BIBI ও REBINA BIBI একই ব্যক্তি হলান

নাম পরিবর্তন
আমি GOLAM MUSTANUR SK, পিতা -Abdul Aziz SEKH, চিফনা গ্রাম-Dhanirampur, পোস্ট- Kazipara, থানা- SAGARPARA, জেলা - Murshidabad,পিন নং-৭৪৩৩৬৬,W.B, আমার পূরু SADIKUL ISLAM এর জন্ম সার্টিফিকেট জলদপ্তর আমার নাম MANTU SEKH উল্লেখ আছে এবং আমার পুত্রের আমার কার্ডে ভুলবশত আমার নাম GOLAM MUSTANUR SK উল্লেখ আছে, গত ০৭.০৪.২০২৬ তারিখে প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত , বরমপুর, মূর্শিদাদ এর এফিডেভিতে আমি GOLAM MUSTANUR SK, MANTU SEKH ও GOLAM MUSTANUR SEKH একই ব্যক্তি হলান।

নাম পরিবর্তন
আমি NASRINA KHATUN BIBI, স্বামী-SHIS-FUL SK, গ্রাম-Fakirpara Nabagram, পোস্ট থানা-Nabagram, জেলা - Murshidabad,W.B, আমার প্রকৃত নাম-NASRINA KHATUN BIBI স্বামী-SHISFUL SK আমার পূরু ABBAS SK এর জন্ম প্রমাণ পত্রে আমার নাম-REBINA BIBI স্বামী-SISFUL SK উল্লেখ আছে, গত -২৩.১২.২১ তারিখে (S.I.No- 1987) প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত,বরমপুর, মূর্শিদাদ এর এফিডেভিতে আমি - NASRINA KHATUN BIBI ও REBINA BIBI একই ব্যক্তি হলান এবং আমার স্বামী-SHISFUL SK ও SISFUL SK একই ব্যক্তি হলো।

NAME CHANGE
I, HADISUR RAHAMAN MONDAL S/o RULAMANI MONDAL residing at Vill.Bikrampur, PO-Paschim Panchberia, PS-Gopalnagar, Dist-North 24 Parganas, West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my mother's actual name Deluara Mondal instead of Deluara Mondal, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated on 07/04/2026. Deluara Mondal and Deloyara Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, RAMJAN ULLA KHANDAKAR S/o Lt. ATIKULLA KHANDAKAR residing at Vill.Ghatbari, PO-Ghatbari, PS-Bongaon, Dist-North 24 Parganas, West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name Ramjan Ulla Khandakar instead of Ramjanullah Khondakar and my father's actual name Atikullah Khandakar instead of Atikullah Khondakar, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated on 07/04/2026. RAMJAN ULLA KHANDAKAR S/o Lt. ATIKULLA KHANDAKAR and Ramjanullah Khondakar S/o Atikullah Khondakar all are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Arun Kumar Das, SO Late Nata Narayan Das নিম্নলিখিত, নির্দিষািত, ওয়ার্ড নম্বর ১, শোখোনা গ্রামনুমষ্টি ৭১২২৪, ঝিকুতের গাতিদা। আমার বারান নাম Nata Narayan Das, যা আমার আমার কার্ড, পান কার্ড এবং আমার W.B.B.S.E. এজেন্সি কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার আমার চরম্বক্ষণ সার্টিফিকেট এবং জাতিগত পরিচয়পত্র আমার বারান নাম Nata Narayan Das নথিভুক্ত রয়েছে। আমার বারান তালির কার্ডে আমার নাম Natanarayan Let নথিভুক্ত রয়েছে। ০৭.০৪.২০২৬ তারিখ রামপুরে প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দেবার এফেডেভিটে (স্বের ৬৮৮৮) বলে ঘোষণা করা। Nata Narayan Das Natanarayan Das Natanarayan Let একই ব্যক্তি।

জনসন অ্যান্ড জনসন ভারতে নতুন ‘টেকনিস নেক্সট-জেনারেশন ওডিসি’ ইন্ট্রাওকুলার লেন্স উন্মোচন করেছে

ভারত, ০৯ এপ্রিলঃ জনসন অ্যান্ড জনসন আজ ঘোষণা করেছে যে, ভারতে ‘টেকনিস ওডিসি আইওএল’-এর প্রবর্তনের মাধ্যমে তারা তাদের প্রেসবায়েোপিয়া সংশোধনকারী ইন্ট্রাওকুলার লেন্সের পোটফোলিওকে প্রসারিত করছে। সম্পূর্ণ দৃষ্টিশীল-বিস্তৃত এই নতুন আইওএল-টি অতুলনীয় পরিসীমা সহ উচ্চমানের ও নিরবচ্ছিন্ন দৃষ্টিশক্তির্ন নিশ্চয়তা প্রদান করে। এর ফলে রোগীরা দূর থেকে নিকটবর্তী এবং মধ্যবর্তী-সব দূরত্বেই স্পষ্টভাবে দেখতে পাবেন, যা চমক বা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশে কমিয়ে দেবে। শিল্পের শীর্ষস্থানীয়, ‘প্ল্যাটফর্মের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত এবং উন্নত অপটিক্স ও নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি উপাদানসমূহের সমন্বয়ে গঠিত এই ‘ ওডিসি আইওএল’ ধারাবাহিকভাবে স্বচ্ছ ও উচ্চ-কন্ট্রাস্টযুক্ত দৃষ্টিশক্তি নিশ্চিত করে। এটি ৯৩ রোগীকে চশমা-

মুক্ত জীবন লাভে সহায়তা করে এবং সব দূরত্বেই অত্যন্ত নির্ভুল দৃষ্টিশক্তি প্রদান করে।টেকনিস ওডিসি আইওএল ছানি রোগীদের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরূপ চাহিদা পূরণ করে, যারা চশমার

ওপর নির্ভরতা কমাতে চান। ভারতে এর প্রবর্তন উন্নত আইওএল প্রযুক্তির সহজলভ্যতা বৃদ্ধি করে-যে প্রযুক্তিটি বিভিন্ন দূরত্বে উচ্চমানের ও নিরবচ্ছিন্ন দৃষ্টিশক্তি প্রদানের লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। টেকনিস পিওরসি পাশাপাশি, টেকনিস ওডিসি আইওএল আমাদের আইওএল গভীরতাকে আরও সমৃদ্ধ করে যা আমাদের বর্তমান সময়ের বয়োজ্যেষ্ঠ জনগোষ্ঠীর বিচিত্র সব

চাহিদা পূরণ সহায়তা করে, বলেন জনসন অ্যান্ড জনসনের ‘ ভিশন ইন্ডিয়া অ্যান্ড সাউথ এশিয়া’র কাণিট্রি ম্যানেজার বুরঞ্জি শাহানা। সার্জনদের আহ্বার কথা মাথায় রেখে টেকনিস ওডিসি তৈরি করা হয়েছে, কারণ এর ফ্রিকর্ম ডিফ্র্যাক্টিভ প্রোফাইল অবশিষ্ট প্রতিসরণ ক্রটির প্রতি সহনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে। ৯৪ রোগী চশমা ছাড়াই তাদের সার্বিক দৃষ্টি নিয়ে,সম্ভুত ছিলেন।ফ্রিকর্ম ডিফ্র্যাক্টিভ প্রোফাইল বিরক্তিকর দৃষ্টিগত সমস্যা়র হার কমাতে সাহায্য করে। ৯৩ রোগী কোনো দৃষ্টিগত সমস্যা়র কথা জানাননি।টেকনিস ওডিসি কম আলোতেও চমক্কার কনট্রাস্ট প্রদান করে। রাতে সিঁড়ি এবং ফুটপাথের দূর দেখতে পারার সক্ষমতা নিয়ে,৯২ সম্ভুতি প্রকাশ করেছে।টেকনিস ওডিসি আইওএল, যা সম্পূর্ণ দৃষ্টিসীমার একটি আইওএল, এখন ভারতে পাওয়া যাচ্ছে।

এক ম্যাচে ৯
উইকেট! টি-২০
আন্তর্জাতিকে
রেকর্ড ব্রাজিলের
এই পেসারের
নিজস্ব প্রতিবেদন

টি-২০ ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড। এক ম্যাচে নয় উইকেট নিলেন ব্রাজিলের মহিলা ক্রিকেটার লরা কার্ডোসো। আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে এর আগে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ আট উইকেটের রেকর্ড ছিল। যা ভেঙে পেসার লরা নিলেন নয় উইকেট। লেসোথোর বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে এই রেকর্ড গড়েছেন ২১ বছরের ডানহাতি পেসার লরা কার্ডোসো। ব্রাজিল ৮ উইকেটে ২০২ রান করেছিল। জবাবে মাত্র ১৩ রানে অলআউট হয়ে যায় লেসোথো। তিন ওভারে ৪ রান দিয়ে ৯ উইকেট নেন লরা। এর আগে এই রেকর্ড ছিল ভুটানের পুরুষ ক্রিকেটার সোমন উয়েশের দখলে। ২০২৫ সালে মায়ানমারের বিরুদ্ধে ৭ রান দিয়ে ৮ উইকেট নিয়েছিলেন সোমন। মহিলাদের ক্রিকেটে সর্বাধিক উইকেটের রেকর্ড এর আগে ছিল ইন্দোনেশিয়ার রোহমাণিয়া রোহমাণিয়ার দখলে। ২০২৪ সালে



মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে শূন্য রানে ৭ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। অর্থাৎ কোনও রানই দেননি তিনি। তাঁর সেই রেকর্ডও ভেঙে দিলেন লরা। এদিকে, মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেটে আইসিসির পূর্ণ সদস্যের দেশগুলির মধ্যে এক ম্যাচে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড রয়েছে নিউজিল্যান্ডের এমি সাদারওয়েটের দখলে। ২০০৭ সালে ইন্ডোনেসিয়ার বিরুদ্ধে চার ওভারে ১৭ রান দিয়ে ৬ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। আর পুরুষদের আন্তর্জাতিক টি-২০-তে এক ম্যাচে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড রয়েছে ভারতের দীপক চাহারের দখলে। ২০১৯ সালে নাপপুরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৬.২ ওভারে ৭ রান দিয়ে ৬ উইকেট নিয়েছিলেন চাহারা। তিনি এখন আইপিএল খেলতে ব্যস্ত।

‘রোনাল্ডোকে খেতাব জেতাতে কারসাজি চলছে!’
সৌদি লিগের রেফারিং নিয়ে বেনজির অভিযোগ

সংবাদ সংস্থা, রিয়াদ, ১০ এপ্রিলঃ সৌদি শ্রো লিগে শিরোপার লড়াই তুঙ্গে। আর ঠিক এই সময় উঠল মারাত্মক অভিযোগ। মোদা’ইস্যা-রেফারিরা পক্ষপাত দেখাচ্ছেন, বিতর্কিত সিদ্ধান্তে খেতাবি দৌড়ে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে ক্রিশিয়ানো রোনাল্ডোর আল-নাসেরকে। অভিযোগের তির ছুড়েছে আল-আহলি-বুখবার আল-ফায়হার বিরুদ্ধে ১-১ ড্রয়ের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছে তারা। সরব ভক্ত, বিশেষজ্ঞ ও ফুটবলারদের বড় অংশ। আল-আহলির সরাসরি অভিযোগ-রেফারির ভুল সিদ্ধান্ত ম্যাচের ফলাফল বদলে দিয়েছে। যার জেরে শিরোপার দৌড়ে পিছিয়ে পড়েছে তারা। বিবৃতিতে লেখা, ‘রেফারির সিদ্ধান্ত খেলার গতি ও ফলাফলে সরাসরি প্রভাব ফেলেছে। এই ধরনের ভুল প্রতিযোগিতার উন্নয়ন বা ন্যায্যতার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।’ হ্যাডল্ডেলের ঘটনা-সহ বেশ কয়েকটি বিতর্কিত মুহূর্তের ভিডিও প্রমাণ হিসেবে পোস্ট করা হয়েছে। পাশাপাশি ভিএআর ও রেফারির মধ্যে যোগসাজশের রেকর্ড প্রকাশের দাবি জানিয়েছে আল-আহলি। এখানেই বিতর্ক আরও বড় আকার ধারণ করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায়



অনেকের প্রত্যক্ষ অভিযোগ-লিগ কারসাজি হচ্ছে, যাতে রোনাল্ডো ও আল-নাসের শিরোপা পায়। এক ভক্তের দাবি, ‘আল-নাসেরের শেষ ম্যাচে দেওয়া পেনাল্টি দেখলেই বোঝা যাবে কী হচ্ছে। শিরোপার প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে বারবার ভুল সিদ্ধান্ত!’ বাদ যাননি ইংরেজ স্ট্রাইকার আইভান টনি। তিনিও একাধিকবার খোলাখুলি রেফারিং নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সৌদি লিগ গত কয়েক বছরে বিশ্বের বড় বড় তারকাকে টানতে পেরেছে- রোনাল্ডো, নেইমার, বেঞ্জোমা-সহ অনেক জমকালো মুখ। মোটা বেনতনের পাশাপাশি প্রতিযোগিতার মান উন্নয়নও ছিল আয়োজকদের লক্ষ্য। কিন্তু রেফারিং নিয়ে চলতি বিতর্কে সেই পরিশ্রম প্রশ্নবিদ্ধ। যে লিগে শিরোপার লড়াইয়ে মাঠের বাইরের যোগসাজশ আলোচনায় আসে, তা কতটা বিশ্বাসযোগ্য, উঠছে প্রশ্ন। উল্লেখ্য, রোনাল্ডো এবারের মরসুমে লিগে ২১ গোল করে গোলের দৌড়ে শীর্ষে। আল-নাসের শিরোপাজয়ের রেসে ফুটবলার। কিন্তু খেলার বাইরে অনৈতিক হস্তক্ষেপ নিয়ে যদি চর্চা থামানো না যায়, পর্তুগিজ মহাতারকা খেতাব জিতলেও প্রশ্ন কিন্তু থেকে যাবে।

বিশ্বকাপের আগে ইউরোপিয়ান
দলের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা

সংবাদ সংস্থা, বুয়েনস আইরেস, ১০ এপ্রিলঃ ইউরোপিয়ান দলের মুখোমুখি না হওয়ার খরা কাটছে আর্জেন্টিনার। আগামী জুনে বিশ্বকাপ শুরুর আগে মধ্য আমেরিকার দেশ হন্ডুরাস এবং ইউরোপের দেশ আইসল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। ম্যাচ দুটি অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রে। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) গতকাল এ খবর জানিয়েছে। ২০২২ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এই প্রথম ইউরোপিয়ান কোনো দলের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। টেক্সাসের কাইল ফিস্টে ৬ জুন হন্ডুরাসের মুখোমুখি হবে লিওনেল স্কালোনির দল। এরপর ৯ জুন আলাবামায় তাদের মুখোমুখি হবে আইসল্যান্ড। বিশ্বকাপের জন্য ঘোষণা করা স্কোয়াড এ দুটি ম্যাচে খেলাবেন আর্জেন্টিনার কোচ স্কালোনি। বিশ্বকাপের চূড়ান্ত স্কোয়াড জমা দিতে ৬০ মে পর্যন্ত সময়সীমা পাচ্ছেন স্কালোনি। আগামী ১১ জুন শুরু হবে বিশ্বকাপ। এবার আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা। ‘জে’ গ্রুপে আর্জেন্টিনার



তিন প্রতিদ্বন্দ্বী দল অস্ট্রিয়া, জর্ডান ও স্কালোনির দল। আর্জেন্টিনার এ দুটি প্রীতি হায়েজেরিয়া। ১৬ জুন আলজেরিয়ার মুখোমুখি ম্যাচ ঠিক হওয়ার আগে জানা গিয়েছিল, আলজেরিয়া ‘জে’ গ্রুপে আর্জেন্টিনার

কোনো প্রতিপক্ষের মুখোমুখি না হয়েই পরবর্তী বিশ্বকাপ খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা। কিন্তু আইসল্যান্ড প্রীতি ম্যাচের প্রতিপক্ষ ঠিক হওয়ার পর এই কথা আর খাটছে না। বিশ্বকাপে নামার আগে আইসল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ প্রীতি ম্যাচটি খেলবে আর্জেন্টিনা। রাশিয়ার অনুষ্ঠিত ২০১৮ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে আইসল্যান্ডের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছিল আর্জেন্টিনা। সেই ম্যাচে লিওনেল মেসির পেনাল্টি ঠেকান আইসল্যান্ডের গোলকিপার হ্যানস হলডারসন। এখন পর্যন্ত এই একবারই মুখোমুখি হয়েছে দুই দল। এবার দুটি দলের প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে আলাবামার জর্ডান-হের স্টেডিয়ামে। আমেরিকান ফুটবলের এ ভেন্যুর ৮৭ বছরের ইতিহাসে এটাই হবে প্রথম আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ। আর্জেন্টিনা এর আগে তিনবার হন্ডুরাসের মুখোমুখি হয়ে প্রতিবারই জিতেছে। এই তিন ম্যাচে ৭ গোল করার বিপরীতে তারা হজম করেছে মাত্র ১ গোল। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে হন্ডুরাস ৬৬তম এবং আইসল্যান্ডের অবস্থান ৭৫ নম্বরে।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে দল বাড়াতে চায় আইসিসি
হতে পারে বারো
দলের চ্যাম্পিয়নশিপ

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ১০ এপ্রিলঃ ক্রিকেটের বিশ্বায়নে আরও একধাপ এগোতে চাইছে আইসিসি। ২০ দেশের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর ১২ দলে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ হতে চলেছে। এখন ৯টি দল নিয়ে চলে টেস্ট বিশ্বকাপ। তবে ২০২৭-২৯ সাকলের টেস্ট বিশ্বকাপে অংশ নিতে পারে ১২ দল। তাছাড়াও ২০২৮ সালের অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জনের পদ্ধতিও কয়েক দিনের মধ্যে চূড়ান্ত করে ফেলতে চাইছে আইসিসি। এক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৬ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক বৈঠক দোহায় হওয়ার কথা থাকলেও মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে তা স্থগিত করা হয়। পরিবর্তে একটি অনলাইন বৈঠক হলেও সেখানে বড় কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তবে এপ্রিল মাসেই বোর্ড সদস্যরা আবারও মুখোমুখি বৈঠকে বসার সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলি অনুমোদনের সম্ভাবনা রয়েছে। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টির পাশাপাশি টেস্ট ক্রিকেটের প্রসার আরও বাড়তে উদ্যোগী হয়েছে আইসিসি। সেই লক্ষেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পরিধি বাড়িয়ে ১২টি দল নিয়ে আয়োজকদের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হলে, আইসিসি’র সব পূর্ণ সদস্য দেশই টেস্ট বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। বর্তমানে আফগানিস্তান, জিম্বাবোয়ে এবং আয়ারল্যান্ড বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের বাইরে রয়েছে। নতুন প্রস্তাব কার্যকর হলে এই দলগুলিও সমান সুযোগ পাবে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার। জানা গিয়েছে, আইসিসি’র আসন্ন ত্রৈমাসিক বৈঠকেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। আফগানিস্তান, জিম্বাবোয়ে এবং আয়ারল্যান্ড বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে না থাকায় বছরে খুব বেশি টেস্ট খেলার সুযোগ পায় না। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের

বেশি টেস্ট খেলার সুযোগ পায় না। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দেশগুলিও এই তিন দেশের সঙ্গে টেস্ট খেলতে তেমন আগ্রহ দেখায় না। সারা বছরের ঠাসা সূচির কথা ভেবে ক্রিকেটারদের উপর চাপ বাড়াতে চায় না। তাই এই তিন দেশকেও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হলে সমস্যা থাকবে না। ২০২৭ সালের জুন থেকে যে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হবে, তা হতে পারে ১২ দলের। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপকে দু’টি

দেশগুলিও এই তিন দেশের সঙ্গে টেস্ট খেলতে তেমন আগ্রহ দেখায় না। সারা বছরের ঠাসা সূচির কথা ভেবে ক্রিকেটারদের উপর চাপ বাড়াতে চায় না। তাই এই তিন দেশকেও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হলে সমস্যা থাকবে না। ২০২৭ সালের জুন থেকে যে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হবে, তা হতে পারে ১২ দলের। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপকে দু’টি

সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করবে। আয়োজক হিসাবে আমেরিকার খেলা নিশ্চিত। ষষ্ঠ দলকে বেছে নেওয়ার জন্য ২০২৭ সালে যোগ্যতা অর্জন প্রতিযোগিতা আয়োজন করবে আইসিসি। পুরুষদের মতোই মহিলাদের ক্ষেত্রেও যোগ্যতা অর্জনের একই কাঠামো অনুসরণ করা হবে। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট অঞ্চলভিত্তিক চ্যাম্পিয়ন দল ও বাছাইপর্বের মাধ্যমেই অলিম্পিকের ছ’টি স্থান



দু’মাস বাদে বিশ্বকাপ, ভারতে
এখনও বিক্রি হয়নি সম্প্রচার স্বত্ব!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিলঃ ১১ জুন থেকে শুরু ফিফা বিশ্বকাপ। হাতে মাত্র দু’মাস বাকি। কিন্তু ভারতে এখনও কোনও চ্যানেল বা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম এই টুর্নামেন্টের সম্প্রচার স্বত্ব কেনেনি। পরিস্থিতি যা, তাতে খুব তাড়াতাড়ি কিছু একটা বিহিত না হলে ভারতের দর্শক লাইভ বিশ্বকাপ দেখতে পারবেন না। ফিফা গত বছরের জুন মাস থেকে সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু করে। ২০২৬ ও ২০৩০-দুই বিশ্বকাপের জন্য একসঙ্গে শুরুতে দাম ছিল ১০ কোটি ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮৬০ কোটি টাকা। কিন্তু কেউ রাজি হয়নি। তারপর দাম কমিয়ে আনা হয় ৬.৫ কোটি ডলারে (প্রায় ২৯০ কোটি টাকা)। তবুও এগিয়ে এল না কোনও সংস্থা। তুলনার জন্য বলা যাক-২০২২ কাতার বিশ্বকাপের স্বত্ব ডায়াকম১৮ কিনেছিল ৬.২ কোটি ডলারে অর্থাৎ, প্রায় ৪৫০ কোটি টাকায়। এবার সেই আগ্রহ দপ করে নিতে গেল। কিন্তু কেন? কারণগুলো হলো ভারতের স্পোর্টস ব্রডকাস্টিং বাজারটা বোঝা জরুরি।



প্রথমত, মার্কেটে এখন মাত্র একটিই বড় খেলোয়াড়। আগে ভারতে বড় স্পোর্টস চ্যানেলের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল। স্টার ইন্ডিয়া আর ডায়াকম১৮-অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। ভারতে ফুটবল জনপ্রিয়। কিন্তু ক্রিকেটের মতো নয়। বিজ্ঞাপন বাজারে রোহিতের চেয়ে রোনাল্ডোর দর অনেক কম। আরেকটা বড় সমস্যা-সময়। বিশ্বকাপ হচ্ছে আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোতে। সেখানকার রাত মানে ভারতে ভোর বা মধ্যরাত্রি। বেশিরভাগ ম্যাচ রাত ১২টা থেকে ভোর ৪টার মধ্যে। দর্শক কমবে, বিজ্ঞাপন আসবে কম-এতে লাভের হিসেব মেলে না। এই সব কারণ মিলিয়ে কোনও ব্রডকাস্টার ঝুঁকি নিতে নারাজ। পরিস্থিতি এখনও অমীমাংসিত। দু’মাসের মধ্যে কেউ স্বত্ব না কিনলে ভারতের দর্শকদের জন্য অফিশিয়াল লাইভ কভারেজও নেই। ২০২৬ বিশ্বকাপে মেসির আর্জেন্টিনা, রোনাল্ডোর পর্তুগাল, এমবাপের ফ্রান্স-সব থাকবে। দেখা যাবে কিনা, সেটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন।

ভাইয়ের ব্যর্থতা ঢেকে দিলেন দিদি! প্রজ্ঞা
হারলেও মেয়েদের বিভাগে শীর্ষে বৈশালী

সংবাদ সংস্থা, পিজিয়া, ৯ এপ্রিলঃ দাবায় ভাই-বোনের একসঙ্গে শীর্ষস্তরের প্রতিযোগিতায় নামার ঘটনা এমনিতে বিরল। তার উপর একই দিনে একজনের হার, অন্যজনের এগিয়ে যাওয়া-এই টুইস্ট আরও অদ্ভুত! ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্টের দশম রাউন্ডে আর প্রজ্ঞানন্দ পরাজিত হলেও ড্র করে মেয়েদের বিভাগে এককভাবে শীর্ষে উঠে গেলেন দিদি আর বৈশালী। ইউকেনের আনা মজিটকের মতো অভিজ্ঞ প্রতিপক্ষকে এদিন আটকে দেন বৈশালী। ম্যাচ কখনওই হাত থেকে বেরিয়ে যেতে দেননি। শান্ত মাথায় সমতা ফিরিয়ে ম্যাচ শেষ করলেন। আপাতত সংগ্রহ ৬ পয়েন্ট-টুর্নামেন্টে এককভাবে শীর্ষে। ঠিক পেছনে মজিটক এবং চিনের ফু জিনার। ফুজিতে ৫.৫ পয়েন্ট। আপাতত চার রাউন্ড বাকি। প্রতিযোগিতা জমজমাট। পিছু ধাওয়া করছেন বিবিসারা আসাউবায়োতা। জিনারকে হারিয়ে ৫ পয়েন্টে উঠে এসেছেন। লাগানো ও গ্যাচকিনাও সমসংখ্যক পয়েন্টে। অর্থাৎ, শিরোপা এখন যে কেউ জিতে নিতে পারে। তবুও বিশেষজ্ঞদের মতে, অ্যাডভান্টেজ বৈশালী। ধারাবাহিকতাই তাঁকে আলদা করে দিয়েছে। যখন দরকার, নিজেকে সামলে নিচ্ছেন। যখন সুযোগ, পয়েন্ট তুলে নিচ্ছেন। ক্যান্ডিডেটসের মধ্যে এই পরিপক্বতাই বড় অস্ত্র। মেয়েদের

বিভাগে ভারতের অন্য প্রতিদ্বন্দ্বি দিব্যা দেশমুখ সুযোগ নষ্ট করলেন। রাশিয়ার আলেকজান্দ্রা গ্যাচকিনার বিরুদ্ধে এন্ডগেমে ভুল। যার মাশুল গুনতে হল। আপাতত ৪.৫ পয়েন্টে আটকে দিল্যা। খেতাবি লড়াই থেকে কার্যত ছিটকে গেলেন। ছেলেদের বিভাগে ভারতের আশা বলাভে একজনই-আর প্রজ্ঞানন্দ। কিন্তু এই

পন নিতে হল। সেই ভারসাম্যহীনতায় নির্মম সিঁদুর। একচুল সুযোগ দিলেন না। এখন ৪ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে প্রজ্ঞানন্দ। টুর্নামেন্টে তৃতীয় পরাজয়। মাত্র চার রাউন্ড বাকি-শিরোপার লড়াই থেকে দূর্যোগজনকভাবে ছিটকে গিয়েছেন। শীর্ষে সিঁদুর। পকেটে এখন ৮ পয়েন্ট। দ্বিতীয় স্থানে



প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৮ বর্ষ • পঞ্চম সংখ্যা • ১ এপ্রিল ২০২৬

স্পার্ম ব্যাঙ্ক

আই ভি এফ

- “স্টেম”-কে জয় করতে
- তামাক ছাড়লে মুখগহ্বরের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমেও সমীক্ষা
- হাট ও কোমরের ব্যায়াম কখন অপারেশন প্রয়োজন
- লাডো কার্ডিয়াক অ্যাক্সেস ও অস্টিও
- “কোলন ক্যান্সার” জীবনযাত্রার পরিবর্তনই শ্রেয়
- সৃষ্টি করে অনেক ক্ষতি
- কিডনির ভালো-মন্দ
- হাটের অসুখ
- লিভারের সমস্যা
- মেন-মিন্ড অডাল্টসে নিয়ন্ত্রণ কোলেস্টেরল
- হৃদযন্ত্রের অসুখ-অস্টিও ওস্টোপোর্সিস
- হোলির দিনে রুও থেকে সাবধান

সুচিকিৎসা
এখন অনলাইনে পড়তে
পাশের কোডটি স্ক্যান করুন